সুদানে এলোপাতাড়ি গোলাবর্ষণ, নিহত ১২০

সারে-জমিন

ওবিসি নিয়ে পথে নামার বার্তা বঞ্চনা বিরোধী ছাত্র মঞ্চের

রূপসী বাংলা

না, শ্রীলঙ্কায় তামিলদের সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি

সম্পাদকীয়

'চোর চোর' বলায় রেগে প্রাক্তন কারামন্ত্রী বললেন 'বোম মারব'

আইসিসির ডিসেম্বর মাসের সেরা নির্বাচিত হলেন যশপ্রীত বুমরা

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১৫ জানুয়ারি, ২০২৫
৩০ পৌষ ১৪৩১
১৩ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 15 ■ Daily APONZONE ■ 15 January 2025 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

তদন্তের নামে ডেকে ধর্ষণের অভিযোগ ধৃত থানার পুলিশ অফিসার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শিলিগুড়ি

আপনজন: কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের এক কর্মরত মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র রাজ্য এখনও উত্তাল। সেই ঘটনায় প্রধান অপরাধী হিসেবে অভিযোগ উঠে আসে এক সিভিক পুলিশের বিরুদ্ধে। তার জের কাটতে না কাটতেই এবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠল খোদ পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। যার জন্য শেষে গ্রেফতার হলেন ওই পুলিশ আধিকারিক। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ থানায় এ এস আই পদে কর্মরত সুব্রত গুনকে ধর্ষণের অভিযোগে সোমবার গ্রেফতার করে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে পুলিশ। শিলিগুড়ির এক মহিলাকে তদন্তের নামে রাজগঞ্জে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

ইতিমধ্যে তাকে ক্লোজ করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ধর্ষণের অভিযোগ। পুলিশ অফিসারকে ক্লোজ করেছেন ইতিমধ্যে পুলিশ সুপার। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর সুব্রত গুন। তিনি জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ থানায় কর্মরত। শুক্রবার রাতে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনে শিলিগুড়ি মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা এক মহিলা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে একটি

মামলার তদন্তের নামে ওই অভিযোগকারিণীকে রাজগঞ্জে ডেকে নেন সুব্রত গুন। এরপর তাকে একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওই অবস্থায় তিনি শুক্রবার রাতেই শিলিগুড়ি মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর পুলিশ তাকে শিলিগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করে। এই বিষয়ে সুব্রত গুনের সাথে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তার ফোন সুইচ অফ থাকায় যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।অপরদিকে এই ঘটনায় শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ি পুলিশের একটি তদন্তকারী দল রাজগঞ্জ থানায় যায়। ঘটনায় জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে এক বার্তায় জানিয়েছেন ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মহিলা থানা এফ আই আর রুজু করে মামলাটি জলপাইগুড়ি মহিলা থানায় স্থানান্তরিত করে। এই ঘটনায় সুব্রত গুন কে পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়েছে।তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়।

জেলা আদালতে কাগজ, কার্টিজ কেনার টাকা নেই: প্রধান বিচারপতি

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম জেলা আদালতের দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য বরাদ্দ না থাকা নিয়ে রাজ্য সরকারকে ভর্ৎসনা করেন। কলকাতার ট্রাম ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানির সময়, বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চকে বলা হয়েছিল যে ভারতের কনসাল জেনারেল ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ এর জন্য কলকাতা থেকে দুটি ট্রাম কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এই ট্রামগুলি পরিবহণের আগে মেরামত করতে রাজ্য সরকারকে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করতে হবে, জানতে পেরে প্রধান বিচারপতি চরম আপত্তি জানান। তিনি বলেন, "খুবই দুঃখজনক অবস্থা। আজ বিকেলে জেলা আদালতে কাগজ কেনার টাকা নেই। কার্টিজ কেনার জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। উকিলরা কাগজ কিনে জেলা আদালতে বিভাগগুলিতে দিচ্ছেন। আমরা এটা হতে দেব না... হাইকোর্টের ৪০টিরও বেশি প্রস্তাব বিচারাধীন রয়েছে। আপনি সবকিছু উপেক্ষা করেন। আপনি দয়া করে অ্যাডভোকেট জেনারেলকে বলুন যে যদি অর্থ প্রবাহিত না হয় তবে আমি এটি বিচারিক পক্ষের দিকে নিয়ে যাব। আমি আপনাদের

সবাইকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে চাই না। এই বিষয়টি অনেক দূর নিয়ে যাচ্ছে। জেলা জজরা কাগজ সরবরাহের জন্য উকিল ও আইনজীবী ক্লার্কদের কাছে ভিক্ষা চাইছেন। এটি একটি সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে আদালত অবমাননার মামলা এলে রুল জারি করা হবে। ওয়ান টু ওয়ান মিটিং করেছি চিফ সেক্রেটারি, ফিনান্স সেক্রেটারি, সবাই নোট নিয়েছে, কিছুই হয়নি। এখন ছয় সপ্তাহ হয়ে গেছে। আপনি যদি দৃঢ় হয়ে থাকেন এই ব্যাপারে তাহলে তার মোকাবিলা করতে পৃথকভাবে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারো। আমার হাতে হয়তো আর মাত্র ১০০ দিন সময় আছে। প্রত্যেক জেলা জজ ফোন করে রেজিস্ট্রারকে বলেন, কোনও স্টেশনারি নেই। তারপরও হেলদোল নেই।

অন্যদিকে, কলকাতার ট্রাম ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত মামলায় ট্রাম প্রথা কলকাতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ বলে পর্যবেক্ষণ করায় কলকাতা হাইকোর্ট বেআইনিভাবে বিটুমিন করা ট্রাম ট্র্যাকগুলি পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ শহরের ট্রাম ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণবাদী, সমাজকর্মী এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের আগের একটি আদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আদালত উল্লেখ করেছে যে এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে কমিটি যতক্ষণ না কোনও সমাধান খুঁজে পাচ্ছে, ততক্ষণ ট্রাম ট্র্যাকগুলিকে বিটুমিনাইজ করা উচিত নয়।

দলিতকে গাছে ঝুলিয়ে নির্মম প্রহার বিজেপি শাসিত রাজস্থানে

আপনজন ডেস্ক: রাজস্থানের বারমের জেলার গুদামালানি শহরে এক দলিত যুবককে গাছের সঙ্গে উল্টো করে বেঁধে নির্মমভাবে মারধর করল একদল গ্রামবাসী। এই ঘটনার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে শেয়ার করা হচ্ছে, যা ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। ৫৩ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, শ্রাবণ কুমার মেঘওয়াল নামে ২৫ বছরের ওই যুবক প্রাণভিক্ষা চেয়ে চিৎকার করছেন। মোটরসাইকেল চুরির কথা স্বীকার করার দাবিতে গ্রামবাসী তাকে বেধড়ক মারধর করতে থাকে। ভাইরাল ভিডিওটি নজরে আনার পর তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্টেশন হাউস অফিসার গুদামালানি মুক্তা পারেক জানিয়েছেন, মেঘওয়ালকে গাছ থেকে উল্টো করে বেঁধে মারধর করা হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে অভিযুক্তরা মেঘওয়ালকে চুরির সাথে জড়িত থাকার জন্য দায়ী করেছিল। প্রথমে গ্রামবাসীরা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে লাঠি দিয়ে পেটায়। সে চুরির দায় স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানালে তারা তাকে মারধর করে ও গাছে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয়।

সেনাবাহিনীর জন্য কেনা আদানির সংস্থার তৈরি ড্রোন ভেঙে পড়ল

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য তৈরি করা 'দৃষ্টি ১০ স্টারলাইনার' ড্রোন মঙ্গলবার পরীক্ষার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ড্রোনটি আদানি ডিফেন্স দ্বারা তৈরি করা হচ্ছে এবং গুজরাটের পোরবন্দরে পরীক্ষার প্রক্রিয়া চলছিল। বলা হচ্ছে 'দৃষ্টি ১০' একটি মাঝারি উচ্চতা এবং দূরপাল্লার ড্রোন। এটি ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা সংস্থা এলবিট সিস্টেমের সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে। এই ড্রোনটি ৭০শতাংশ দেশীয় এবং ৩৬ ঘন্টা ফ্লাইট ক্ষমতা সম্পন্ন। ৪৫০ কেজি পর্যন্ত পেলোড বহনে সক্ষম এই ড্রোন নজরদারি এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আদানি ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যারোস্পেস দ্বারা তৈরি ড্রোনটি নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তরের ঠিক আগে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন করা হচ্ছিল, কিন্তু এটি বিধ্বস্ত হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারতীয় নৌবাহিনী ইতিমধ্যেই দৃষ্টি ১০ কে তার বহরে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর গোপনীয়তা, নজরদারি এবং রিকনেসান্স সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ড্রোনটি কেনা হয়েছে। প্রতিটি 'দৃষ্টি ১০' ড্রোনের দাম প্রায় ১৪৫কোটি টাকা। এখন ড্রোনটি বিধ্বস্ত হওয়ায় পুরো বিষয়টির তদন্ত শুরু হয়েছে। বিধ্বস্ত ড্রোনটিও উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটেছে যখন ভারতীয় নৌবাহিনী তার সামুদ্রিক নিরাপত্তার জন্য বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে। ৪ মাস আগে, 'MQ-9B' সি গার্ডিয়ান ড্রোনটিও প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে বঙ্গোপসাগরে বিধ্বস্ত হয়েছিল। 'দৃষ্টি ১০' ড্রোন দুর্ঘটনা অবশ্যই উদ্বেগের কারণ, তবে আশা করা যায় যে ত্রুটিটি শীঘ্রই সংশোধন করা হবে। এদিকে, ভারতীয় নৌবাহিনী শীঘ্রই তার বহরে দুটি যুদ্ধজাহাজ এবং একটি সাবমেরিন যুক্ত করতে চলেছে। এর মধ্যে রয়েছে শেষ কালভারি-শ্রেণীর সাবমেরিন 'ওয়াঘ শের', ডেস্ট্রয়ার 'রুট' এবং ফ্রিগেট 'নীলগ্রি'। এগুলি মুম্বাইয়ের মাজগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেডে তৈরি হয়।

প্রথম নজর

বাঘাযতীনে হেলে পড়ল চারতলার গোটা ফ্ল্যাট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: দক্ষিণ কলকাতার বাঘাযতীনে হেলে পড়ল আস্ত একটি ফ্ল্যাটবাড়ি। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ওই ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকা সব বাসিন্দাকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া গিয়েছে। আপাতত কেউ ওই ফ্ল্যাটবাড়ির ভেতরে আটকে নেই এবং এই দুর্ঘটনায় কেউ তেমন কোনও চোট আঘাতের খবর নেই বলে খবর পুলিশ সূত্রে। তবে কী কারণে ওই ফ্ল্যাটবাড়িটি হেলে পড়ল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ওই ফ্ল্যাটবাড়িতে আগেই ফাটল দেখা দিয়েছিল। সেই সময় পুর কর্তৃপক্ষের তরফে ওই ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, তার পরে আবার ওই ফ্ল্যাটে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন অনেকে। ফ্ল্যাটবাড়িটি কলকাতা পুরসভার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর কলোনিতে অবস্থিত। স্থানীয়দের দাবি, ফ্ল্যাটটি নিয়ম মেনে তৈরি করা হয়নি। ওই অঞ্চলে তিন তলা ফ্ল্যাট বানানোর অনুমতি দেয় পুরসভা। অভিযোগ, সেই নিয়ম ভেঙে চার তলা ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়েছিল।

৭০ কেজি গাঁজা সহ ধৃত

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: মঙ্গলবার সকালে পূর্ব বর্ধমান জেলার দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশ এক অভিযানে তালিত রেলগেটের কাছে একটি ছোট গাড়ি থেকে ৭০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয় সঞ্জয় রাহা নামে বীরভূমের সাঁইথিয়ার বাসিন্দা এক ব্যক্তিকে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ডিস্ট্রিক্ট এসওজি ও দেওয়ানদিঘি থানার যৌথ টিম অভিযান চালিয়ে গাড়িটি আটক করে। তল্লাশিতে ৭১.৯০০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়।

কবরস্থানের ওপর মেলার আয়োজন কিনা খতিয়ে দেখতে হরিপালে নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হরিপাল

আপনজন: হুগলি জেলার হরিপাল থানার চিত্রশালী অঙ্কপুরে কবরস্থানের ওপর মেলার আয়োজন হয়েছে, এই অভিযোগ ওঠার পর ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে সেকানে হাজির হলেন আইএসএফ বিধায়ক পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী। এই নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, কবরস্থানের ওপর মেলার আয়োজন হয়েছে কিনা এই অভিযোগের সত্যতা জানার জন্য মঙ্গরবার সরেজমিনে দেখতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন পার্টি নেতা সামসুর আলি মল্লিক সহ অন্য নেতৃবৃন্দ। এটা আমি বলতে পারি যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গ্রামের একই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও হিংসা ছড়াতে এটা করা হয়েছে। দেখে মনে হয়েছে যে কবরস্থান ও মাজারের মাটিতেই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এটাও অবাক করার বিষয় হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ, ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অমান্য করে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে নাকি মেলা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এই মেলা ২০১৬ থেকে বন্ধ ছিল। অথচ গতবছর থেকে আবার শুরু হয়েছে। এটাও দেখার ঐ স্থানে নানান প্রমোদমূলক অনুষ্ঠান হচ্ছে, এটা কি ঠিক? ওশাদের অভিযোগ, আয়োজকরা সদুত্তর দিতে পারেননি। আমি গ্রামবাসীদের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার অনুরোধ জানিয়েছি। আইন নিজের হাতে না তুলে নেওয়ার জন্যও আবেদন করেছি। আইনের ওপর আমাদের ভরসা আছে। নওশাদ এ ব্যাপারে আরও বলেন, আগামীকাল উচ্চ আদালতে এই মামলা উঠবে, সেদিকে চোখ রাখুন। একই বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মারামারি লাগানোর এই চক্রান্তকে অবশ্যই ব্যর্থ করতে হবে।

উস্থি থানার ওসির সঙ্গে মিল্লী ইত্তেহাদের সাক্ষাৎ

বাইজিদ মন্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: উস্থি থানার নব নিযুক্ত ওসি আবুল মারজানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলো মগরাহাট ১ ব্লক মিল্লী ইত্তেহাদ এর পক্ষ থেকে। একই সঙ্গে এদিন তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি মিল্লী ইত্তেহাদ মগরাহাট ১ ব্লক এর পক্ষ থেকে মেমেন্টো উপহার দেওয়া হয়। এই প্রতিনিধি দলে দুদিন মিলিয়ে যারা উপস্থিত হয়ে ছিলেন প্রফেসর ড. জাহান আলি, আলিনুর মন্ডল, মাওলানা আলিনুর পুরকাইত, প্রফেসর বদরুদ্দোজা, নুরনবী, ডা. কারিবুল্লাহ, আতাউর রহমান, সিকান্দার, ডা. এজাহার, মাওলানা নুর আলম, শামসুর রহমান, সালাউদ্দিন লস্কর, শামীম আকতার, ডা. হালিম, এডভোকেট জাহির আব্বাস, মনোয়ার হোসেন, হাসানুর মোল্লা প্রমুখ। মগরাহাট ১ মিল্লি ইত্তেহাদ তাদের সঙ্গে ওসির প্রাথমিক সাক্ষাতে তাদের সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি ও প্রোগ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে ওসি সাহেবকে অবহিত করেন। পাশাপাশি এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে নতুন অফিসার ইনচার্জ হিসেবে আবুল মারজান স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দায়িত্ব কর্তব্য পালন করবেন ও মানবিক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে পথে নামার বার্তা বঞ্চনা বিরোধী ছাত্র মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে ২০১০ এর পর থেকে দেওয়া সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হওয়ার পর মূলত রাজ্যের মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা বিপাকে পড়েছে। বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। কিন্তু যেভাবে মামলাটির শুনানি সুপ্রিম কোর্টে বারবার পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটা নিয়ে কার্যত হতাশ রাজ্যের পিছিয়ে পড়া বর্গের মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট অংশ। তাই এ ব্যাপারে পথে নেমে এবার আন্দোলন করার ইঙ্গিত দিল বঞ্চনা বিরোধী ছাত্র মঞ্চ। গত সোমবার এ ব্যাপারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এক সেমিনারের আয়োজন করেছিল বঞ্চনা বিরোধী ছাত্র মঞ্চ। সেখানেই বিভিন্ন আলোচকরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার বার্তা দেন। সেমিনারের পর বঞ্চনা বিরোধী ছাত্র মঞ্চের তরফ থেকেও বার্তা দেওয়া হয় এবার তারা তাদের অধিকার কে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য পথকেই বেছে নেবে। এদিন সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জী, অধ্যাপক মানস ঘোস, অধ্যাপক আব্দুল মাতিন, অধ্যাপক কামরান মন্ডল, প্রাক্তন অধ্যাপক শেখ সাইদুল হক, প্রাক্তন অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার , লেখক ও সমাজ কর্মী কুমার রানা, প্রতীচী ট্রাস্টের সাব্বির আহমেদ প্রমুখ। অধ্যাপক মানস ঘোস, কুমার রানা, ও সাব্বির আহমেদ ওবিসি ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে বিজেপির রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তাদের বক্তব্য, সংরক্ষণের প্রশ্নটি শুধু মুসলমানের বিষয় নয়। এটা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা ভারতীয় সংবিধানেও বলা আছে। সংরক্ষণের আইনগত দিকটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক সাইদুল হক। সংরক্ষণের তাত্ত্বিক দিকটি ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক আব্দুল মাতিন।

বালির গাড়ির জলে নষ্ট হতে পারে পিচরাস্তা, পেভার ব্লক বসানোর দাবি

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন:গলসির শিল্লাঘাট থেকে পারাজ মোড় ও কোলকোল মোড় থেকে পারাজ স্টেশন কমবেশি ১২ কিমি নতুন রাস্তা নির্মিত হচ্ছে। সেই রাস্তার বেশকিছু জায়গায় পেভার ব্লক বসানোর দাবী করছেন স্থানীয়রা। না হলে, কমবেশি ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত রাস্তা অল্প দিনেই নষ্ট হবার আশঙ্কা করছেন তারা।

স্থানীয় বাসিন্দা জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জী জানান, পিচের উপর লাগাতার জল পড়ায় আগের ভালো রাস্তাটি দ্রুত নষ্ট হয়ে গেছিল। তাই এবারেও এমন যেন না হয়, সেই বিষয়টি দায়িত্বে থাকা ইঞ্জিনিয়ারের দেখা উচিত। তিনি বলেন, “আমরা জানি পিচে জল পড়লে পিচের আঠালো ভাব নষ্ট হয়ে যায়। ফলে রাস্তার পাথর উঠে রাস্তায় গর্ত হতে শুরু করে। তাই ঢোলার মোড় থেকে শিল্লাঘাট পর্যন্ত পেভার ব্লক বসানোর জন্য আবেদন করছি।” তার দাবী, পেভার ব্লকের আয়ু দীর্ঘস্থায়ী। তাই বিষয়টি দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের ভেবে দেখার অনুরোধ করছি।

রাস্তাটি যাতে দ্রুত নষ্ট না হয়, সেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন গলসি ১ নং ব্লকের পুর্ত ও পরিবহন দপ্তরের কর্মাধক্ষ্য দোলন দত্ত। তিনি বলেন, “এলাকার মানুষের সুবিধার্থে ওই রাস্তা নির্মাণ করছে আমাদের সরকার। তাই দ্রুত নষ্ট যাতে না হয়, সেই বিষয়টি দেখতে হবে। আমি বিষয়টি নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সাথে কথা বলবো।”

এলাকার অনেকেই জানান, শিল্লা থেকে ঢোলার মোড় পর্যন্ত বাজার রয়েছে। ধীর গতিতেই গাড়ি চলাচল করে বলে ওখানে নিত্য যানজট তৈরি হয়। ওই জায়গাতে বালির গাড়ির জল বেশি রাস্তায় পড়ে।

তাছাড়াও বেশকিছু জায়গায় বালির গাড়ি ওজন করার জন্য ওয়েব্রীজ রয়েছে। সেখানে বালির গাড়ি ওজন করার জন্য রাস্তার উপরেই গাড়ি দাঁড়িয়ে যায় এবং গাড়ি থেকে জল রাস্তায় পড়ে।

সেই কারণে ওই সমস্ত জায়গায় পিচ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই নষ্ট হতে শুরু করে।

বিষয়টি নিয়ে পিডাব্লুইডি (রোড) এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল মল্লিক বলেন, “এখনই বলা সম্ভব নয়।” ডিপার্টমেন্টাল সার্ভে করার পর প্রয়োজনীয় জায়গাগুলিতে পেভার ব্লক বসানো হবে।

গঙ্গাসাগরে মৃত্যু হল ৫ জন তীর্থযাত্রীর

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● গঙ্গাসাগর

আপনজন: মঙ্গলবার ভোর থেকে গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তির স্নান চলছে।শেষ হবে বুধবার সকাল ৬ টা ৫৮ পর্যন্ত।মঙ্গলবার পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে আসা তীর্থযাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু ঘটেছে ৫ জনের।অসুস্থ হয়েছে সাত জন।মঙ্গলবার মকর স্নান করতে এসে মৃত্যু ঘটলো উওরপ্রদেশ থেকে আগত ৫৪ বছরের রামপ্রসাদ নন্দ গিরির। এদিন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ২ জন তীর্থযাত্রী।তাঁরা হলেন- লখন সিং, বয়স ৭৫ বছর, বাড়ি উত্তর প্রদেশের গনেশপুরা এলাকায় এবং রামযশ দুবে, বয়স ৭৬ বছর,বাড়ি ঝাড়খণ্ড রাজ্যে।অসুস্থ দুজনকে এদিন এয়ার লিফটে করে গঙ্গাসাগর থেকে কলকাতার এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে। কয়েক লক্ষ মানুষ এদিন পূর্ণ স্নান করে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গঙ্গাসাগরে সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী

সুরজীৎ আদক ● গঙ্গাসাগর

আপনজন: মঙ্গলবার বিকেল ৩টে পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলায় প্রায় ৮৫ লক্ষ পুর্ণ্যার্থীর সমাগম ঘটেছে মঙ্গলবার বিকেলেগঙ্গাসাগর মেলা অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই দাবী করলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস,মানস ভুঁইয়া,পুলক রায়,স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সুজিত বোস,বঙ্কিম হাজরা, দক্ষিণ ২৪ পরগরণা জেলা পরিষদের সহ:সভাধিপতি শ্রীমন্ত মালি,রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শুভাশীষ চক্রবর্তী,জনস্বাস্থ্য ও কারিগর বিভাগের প্রধান সচিব সুরেন্দ্র গুপ্তা,দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

অভয়ার বিচারের দাবিতে কলকাতার সভার প্রস্তুতি মিছিল মুরারই বাজারে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: ২১ শে জানুয়ারি মহান লেনিন স্মরণ দিবসে কলকাতার হেদুয়া পার্কে মহা মিছিলের ডাক দেওয়া হয় এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে। সেই মিছিলে অংশগ্রহণ এবং দাবিগুলোর সমর্থনে জোরালো আওয়াজ তুলতে এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট পার্টির মুরারই লোকাল কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার স্থানীয় মুরারই বাজার এলাকাজুড়ে একটি মিছিল সংগঠিত হয়। দাবি সমূহের মধ্যে ছিল অভয়ার ন্যায় বিচার। নারী নির্যাতন ও নারী ধর্ষণ বন্ধ ।স্মার্ট মিটার বাতিল।দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ।সারের কালোবাজারি বন্ধ। শিক্ষার বেসরকারিকরণ বন্ধ। চাষীর ফসলের ন্যায্য দাম। এসএসসি সহ সমস্ত চাকরির পরীক্ষা চালু ও সকল বেকারের কাজের ব্যাবস্থা। উক্ত দাবি সমূহের প্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে একুশে জানুয়ারি কলকাতায় মহা মিছিলে ডাক দেওয়া হয়েছে।সেই কর্মসূচিকে সাফল্য মন্ডিত করার লক্ষ্যেই মুরারই বাজারে মিছিল পরিক্রমা ও পথসভা করা হয় বলে দলের পক্ষ থেকে জানা যায়। উপরিউক্ত দাবি সমূহের প্রেক্ষিতে পথসভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট প্রভাবিত যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও র বীরভূম জেলা সম্পাদক সেমিম আক্তার। এদিন মিছিলে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট পার্টির মুরারই লোকাল কমিটির সদস্য বাঞ্ছারাম মাল।

ফের মালদহে আক্রান্ত তৃণমূল নেতা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আবার মালদহে আক্রান্ত তৃণমূল নেতা। মালদা জেলার সহ সভাপতি দুলাল সরকার খুনের ১২ দিনের মাথায় আবারো প্রকাশ্যে আবার মালদহে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটল। এ বার ঘটনাস্থল কালিয়াচক। এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। তবে আহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।গুলিবিদ্ধ কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের নওদা যদুপুর তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি বকুল শেখ। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসা শেখ নামে এক তৃণমূল কর্মীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। অন্যদিকে ঘটনায় আহত আরো এক তৃণমূল কর্মী এসারুদ্দিন শেখ। রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের দুজনকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। জানা গেছে। মঙ্গলবার সকালে কালিয়া চকের নয়া বস্তি এলাকায় ড্রেন ও রাস্তার উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন অঞ্চল সভাপতি বকুল শেখ। অভিযোগ ঠিক সেই সময় তৃণমূলেরই আরো এক গোষ্ঠী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তাদের উপর স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে কালিয়াচকের নয়া বস্তি এলাকায় নিকাশি এবং রাস্তা উদ্বোধনের অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকের নওদা যদুপুর এলাকার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি বকুল শেখ। অভিযোগ, সে সময় আচমকাই কয়েক জন দুষ্কৃতী হামলা চালায় বকুলের উপর। গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে যান তিনি। আহত হন আরও কয়েক জন। ঘটনাস্থলের একটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে (যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ মাধ্যম।) সেই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, প্রথমে গুলি চালানো হয়। তার পর ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে এক জন খুন করেন কয়েক জন। ঘটনাস্থল থেকে বকুল এবং আরও এক তৃণমূল কর্মী এসারুদ্দিন শেখকে গুরুতর আহত অবস্থায় মালদহ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের। হাসপাতাল সূত্রে খবর, দু’জনেরই অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করার সময় পর্যন্ত অন্য এক জনের মৃত্যুর খবর এসেছে। মৃতের নাম হাসান শেখ। তিনি এলাকায় তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত। মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

সুস্থ সমাজ গঠনে এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরণে এবিপি’র দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ

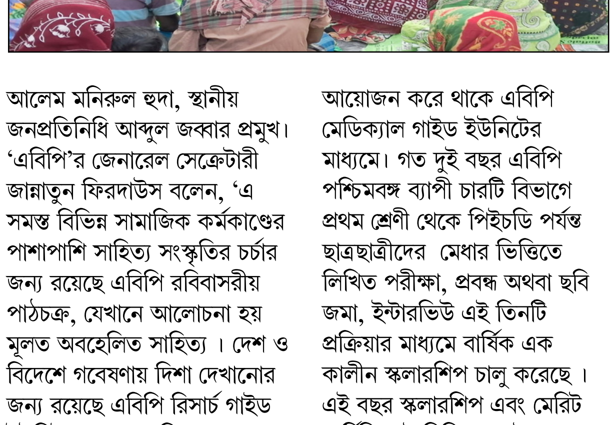

এম মেহেদী সানি ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: শিক্ষা,স্বাস্থ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলী প্রফেশনালস’ (এবিপি)-এর সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন বহু মানুষ। জানা গিয়েছে, রাজনৈতিক এই সংগঠনটি বিগত কয়েক বছর থেকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষার্থীদের উত্তরণের ক্ষেত্রে দারুণভাবে সহায়তা করছে। তবে শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে নয় এবিপি সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি সারা বছর ধরেই খাদ্য, রক্ত, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একাধিক সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এছাড়াও এবিপি’র উদ্যোগে শীতে রাজ্য জুড়ে কম্বল বিতরণের অংশ হিসেবে এদিন সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা থানার অন্তর্গত ঝনঝনিয়া, মেটিয়াগাছি, বাজ বেলেনী গ্রামের অসহায় দরিদ্র ৩০ টি পরিবারের হাতে কম্বল তুলে দেন ‘এবিপি’র জেনারেল সেক্রেটারী জান্নাতুন ফিরদাউস। ‘আপনজন’ প্রতিনিধি অনুরোধে সাড়া দিয়ে এবিপি’র আয়োজিত গোবরডাঙ্গার ঝনঝনিয়া আল-কোরআন একাডেমী প্রাঙ্গণে ওই কম্বল বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রেডিও তেহরানের প্রাক্তন সাংবাদিক আব্দুল হাকিম, বিশিষ্ট আলেম মনিরুল হুদা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আব্দুল জব্বার প্রমুখ। ‘এবিপি’র জেনারেল সেক্রেটারী জান্নাতুন ফিরদাউস বলেন, ‘এ সমস্ত বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চার জন্য রয়েছে এবিপি রবিবাসরীয় পাঠচক্র, যেখানে আলোচনা হয় মূলত অবহেলিত সাহিত্য । দেশ ও বিদেশে গবেষণায় দিশা দেখানোর জন্য রয়েছে এবিপি রিসার্চ গাইড ইউনিট, যেখানে প্রতি মাসে গবেষণা বিষয়ক প্রোগ্রাম এর আয়োজন করা হয় । এবিপি এর ‘এবং বাঙালি’ নামে একটা বার্ষিক পত্রিকা রয়েছে যেখানে নিয়মিত প্রবন্ধ কিংবা গল্প লিখন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রবন্ধ বা গল্প গুচ্ছকে বার্ষিক সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করা হয় । বছরের বিশেষ কিছু দিনে মেডিক্যাল সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অনলাইন স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের আয়োজন করে থাকে এবিপি মেডিক্যাল গাইড ইউনিটের মাধ্যমে। গত দুই বছর এবিপি পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী চারটি বিভাগে প্রথম শ্রেণী থেকে পিইচডি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মেধার ভিত্তিতে লিখিত পরীক্ষা, প্রবন্ধ অথবা ছবি জমা, ইন্টারভিউ এই তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বার্ষিক এক কালীন স্কলারশিপ চালু করেছে । এই বছর স্কলারশিপ এবং মেরিট সার্টিফিকেট মিলিয়ে মোট ৬২ জনকে স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে।’

সামগ্রিক বিষয়টি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছেন অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলী প্রফেশনালসে’র মুখ্য দায়িত্বে থাকা ড. আসিফ আকরাম । সুস্থ সমাজ গঠনে এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরণে এই সামগ্রিক প্রচেষ্টা জারি থাকবে বলেও সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

গ্রামের নিখোঁজ গৃহবধূকে তার পরিবারের হাতে তুলে দিল জীবন্তি ক্লাব

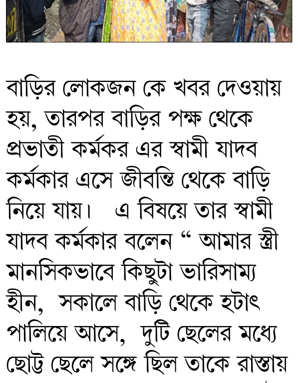

উস্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা গৃহবধুকে পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে মানবীকতার নজীর সৃষ্টি করলো জীবন্তি ক্লাবের সদস্যরা ।

মঙ্গলবার সকালে কান্দির জীবন্তি বাজারে একটি অচেনা মহিলাকে ঘোরা ফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয় জীবন্তি ক্লাবের সদস্যদের, তাকে জিজ্ঞাসা বাদ করার পর জানতে পারা যায়, ওই মহিলার নাম প্রভাতী কর্মকর, বাড়ি কান্দির গোপাল নগরে , কয়েক বছর আগে বিয়ে হয়েছে লালবাগ থানার অন্তর্গত ডাহাপাড়া এলাকায়, কিন্তু পারিবারিক অশান্তির কারণে মানসিক ভাবে দুশ্চিন্তায় ভুগ ছিলেন তার ফলে হটাৎ আজ মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে এবং জীবন্তি বাজারে মানসিক অসঙ্গতভাবে ঘোরাফেরা করছিল।

মাঝে মধ্যে গাড়ির সামনে চলে আসছিল এই সময়ে চা খাচ্ছিল জীবন্তি ক্লাবের সদস্য, হায়দার, গুরেন টনিক,তারা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে রাস্তা থেকে নিয়ে এসে প্রথমে জামা কাপুড়ের ব্যবস্থা করে বাড়ির লোকজন কে খবর দেওয়ায় হয়, তারপর বাড়ির পক্ষ থেকে প্রভাতী কর্মকর এর স্বামী যাদব কর্মকার এসে জীবন্তি থেকে বাড়ি নিয়ে যায়। এ বিষয়ে তার স্বামী যাদব কর্মকার বলেন “ আমার স্ত্রী মানসিকভাবে কিছুটা ভারিসাম্য হীন, সকালে বাড়ি থেকে হটাৎ পালিয়ে আসে, দুটি ছেলের মধ্যে ছোট্ট ছেলে সঙ্গে ছিল তাকে রাস্তায় রেখে চলে আসে, আমরা সকলেই খোঁজাখুজি কছিলাম খুব চিন্তায় ছিলাম, এর মধ্যেই জীবন্তি থেকে আমাদের ফোন করে জানায়, আমারা এসে প্রভাতী কর্মকরকে নিয়ে বাড়িতে নিতে যাচ্ছি এবং জীবন্তি ক্লাবের সদস্যদের অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রভাতী এর মা সুভদ্রা কর্মকার বলেন, জীবন্তির মানুষ মেয়েকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

প্রথম নজর

দক্ষিণ আফ্রিকার পরিত্যক্ত এক সোনার খনিতে মৃতদেহের ছড়াছড়ি!

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার একটি পরিত্যক্ত সোনার খনিতে কয়েক মাস ধরে আটকে থাকার পর অন্তত ১০০ জন মারা গেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, ভুক্তভোগীরা অনাহারে ও ডিহাইড্রেশনে মারা গেছেন।
সোমবার (১৩ জানুয়ারি) খনি শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি দল এই তথ্য জানিয়েছে। খবর এপি ও সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের। প্রতিনিধিত্বকারী দলটি জানিয়েছে, এখনো খনিতে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক আটকা পড়ে আছেন। পুলিশ তাদের বের করে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
ঘটনার বিস্তারিত সম্পর্কে জানা যায়, দুই মাস আগে এই খনি ঘিরে দেশটির পুলিশ ও খনি শ্রমিকদের ঝামেলা শুরু হয়। কর্তৃপক্ষ খনিটি সেইসময় সিল করে দিয়েছিল এবং শ্রমিকদের বের করে আনার চেষ্টা চালায়। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, গ্রেপ্তারের ভয়ে শ্রমিকরা খনি ছেড়ে বের হতে চায়নি। এরপর থেকে সেখানেই তারা রয়ে যায়।
খনি শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা সংস্থা মাইনিং অ্যাফেক্টেড কমিউনিটিস ইউনাইটেড ইন অ্যাকশন (ম্যাকুয়া) গোষ্ঠীর মুখপাত্র সাবেলো মঙ্গুনি জানান, উদ্ধার করা কিছু শ্রমিকের সঙ্গে একটি মোবাইল ফোন পাওয়া গেছে।
সেই ফোনের ভিডিওতে দেখা যায়, কিছু মৃতদেহ একটি ব্যাগে মোড়ানো আবস্থায় রয়েছে। দ্বিতীয় ভিডিওতে কিছু খনি শ্রমিকের ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখা যাচ্ছে, তবে তারা এখনো জীবিত।
তবে বিবিসির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা এই ভিডিও এর সত্যতা যাচাই করতে পারেনি। বিবিসি বলছে, খনিতে এখনো শত শত লোক আটকে আছে।
জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়ার্কার্স অফ সাউথ আফ্রিকা (গিউসা) নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ন এনিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, শার্টবিহীন অনেক পুরুষ নোংরা মেঝেতে বসে আছেন। তাদের মুখ ঝাপসা করে দেওয়া হয়েছে।
ক্যামেরার বাইরে একজনকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আমরা ক্ষুধার্ত এবং

আবার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ উ. কোরিয়ার

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়া দেশটির পূর্ব উপকূল থেকে সমুদ্রের দিকে একাধিক স্বল্প-পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী জানায়, কোরিয়ান উপদ্বীপ এবং জাপানের মধ্যবর্তী জলসীমায় অবতরণের আগে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ২৫০ কিলোমিটার (১৫৫ মাইল) পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিল।
স্থানীয় সময় আনুমানিক মঙ্গলবার সকাল ৯ না ৩০ মিনিটে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণগুলো শনাক্ত করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, এটি উত্তর কোরিয়ার জাগাং প্রদেশ থেকে উৎক্ষেপিত হয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়া বলছে, পিয়ংইয়ং আরো ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে সিউল। কোরিয়ান উপদ্বীপের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি বলেও অভিহিত করেছে সিউল।
এর আগেও গত ৬ জানুয়ারি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও শীর্ষ কূটনীতিক অ্যান্তনি ব্লিংকেন দক্ষিণ কোরিয়া সফরে থাকাকালীন উত্তর কোরিয়া একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে।
পিয়ংইয়ং জানায়, পরীক্ষামূলক ভাবে উৎক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রটি ছিল সবচেয়ে উন্নত ও শক্তিশালী সলিড-ফুয়েল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম)।

সুদানে এলোপাতাড়ি গোলাবর্ষণ, নিহত ১২০

আপনজন ডেস্ক: সুদানের স্বেচ্ছাসেবী উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, রাজধানী খার্তুমের বৃহত্তর এলাকায় গোলাবর্ষণে কমপক্ষে ১২০ জন প্রাণ হারিয়েছে। দেশজুড়ে সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে লড়াই তীব্রতর হওয়ার প্রেক্ষাপটে এই হতাহতের ঘটনা ঘটল।
যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির স্বেচ্ছাসেবী উদ্ধারকর্মীদের একটি নেটওয়ার্কের অংশ ওমবাদা ইমার্জেন্সি রেসপন্স রুম বলেছে, ওমদুরমানের পশ্চিমাঞ্চলে সোমবারের এই 'এলোপাতাড়ি গোলাবর্ষণে' ১২০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। এই সংখ্যাকে 'প্রাথমিক হিসাব' উল্লেখ করলেও কে বা কারা এ হামলা চালিয়েছে তা তারা জানায়নি। এ ছাড়া উদ্ধারকর্মীরা জানিয়েছেন, গোলাবর্ষণে বিভিন্ন মাত্রার আহত বিপুলসংখ্যক মানুষকে চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীরা চরমভাবে চিকিৎসাসামগ্রীর সংকটে ভুগছেন।
২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদানে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই জেনারেলের বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যুদ্ধ চলছে। ওদুরমানের বেশির ভাগ এলাকা সেনাবাহিনীর দখলে থাকলেও প্রতিপক্ষ আধাসামরিক বাহিনী র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) খার্তুমের উত্তরের অংশ ও রাজধানীর অন্যান্য কিছু এলাকাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। নীল নদের উভয় তীরের বৃহত্তর খার্তুমের বাসিন্দারা নিয়মিত নদীর ওপারে গোলাবর্ষণের খবর দিচ্ছে, যার ফলে বোমা ও গুলি প্রায়ই বাড়িঘর ও বেসামরিক নাগরিকদের ওপর আঘাত করে।
যুদ্ধরত উভয় পক্ষের বিরুদ্ধেই বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর হামলা ও আবাসিক এলাকাগুলোতে নির্বিচারে গোলাবর্ষণের অভিযোগ রয়েছে।
ওমদুরমানের ওমবাদা এলাকায় উদ্ধারকারীরা রবিবার জানায়, সেখানে চরম স্বাস্থ্যসংকট চলছে, যেখানে আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে মারাত্মক অপুষ্টি, ম্যালেরিয়া ও ডায়রিয়ায় ৭০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।
মানবিক সংকট
সোমবারের গোলাবর্ষণ এমন সময় ঘটল, যখন সেনাবাহিনী ও আরএসএফের মধ্যে লড়াই সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আরো বেড়েছে। তাদের যুদ্ধের ২০ মাস পার হয়েছে। সুদানের সেনাসমর্থিত সরকারের অবস্থান পোর্ট সুদান সোমবার বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর কারণ হিসেবে উত্তরাঞ্চলের একটি প্রধান জলবিদ্যুৎ বাঁধে ড্রোন হামলাকে দায়ী করা হয়েছে, যা আধাসামরিক বাহিনীর চালানো বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ড্রোন হামলার আগে সেনাবাহিনী এক বছরের বেশি সময় ধরে আরএসএফের দখলে থাকা আলজাজিরা রাজ্যের রাজধানী ওয়াদ মাদানি পুনর্দখল করে। যুদ্ধ ইতিমধ্যে সুদানের দুর্বল অবকাঠামোকে ধ্বংস করে দিয়েছে।
এতে কয়েক লাখ মানুষের প্রাণহানি, এক কোটি ২০ লাখের বেশি মানুষের বাস্তুচ্যুতি এবং অনেককে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দিয়েছে। জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) শুক্রবার জানায়, এ বছর সুদানে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় ৩২ লাখ শিশু তীব্র অপুষ্টির শিকার হতে পারে। গত মাসে জাতিসংঘ সমর্থিত ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশনের (আইপিসি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুদানের পাঁচটি এলাকায় ইতিমধ্যে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে।

সউদী আরব ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ও বিক্রির পরিকল্পনা

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি সউদী আরব ঘোষণা করেছে যে তারা ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ এবং বিক্রি শুরু করবে।সউদী আরবের এই পদক্ষেপটি শক্তি খাতের উন্নয়নের অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে, যা দেশের সমস্ত খনিজ সম্পদকে অর্থনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে।
সউদী আরবের শক্তিমন্ত্রী প্রিন্স আবদুলআজিজ বিন সালমান আল সউদ সোমবার(১৩ জানুয়ারি) ধাহরানে এক সম্মেলনে জানান, এই উদ্যোগটি তাদের খনিজ সম্পদকে অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহারের জন্য একটি বৃহত্তর কৌশলের অংশ।তিনি বলেন, "আমরা ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ করব এবং বিক্রি করব, এবং একটি 'ইয়েলোকে' প্রক্রিয়া চালু করব,"। 'ইয়েলোকে' একটি পাউডারযুক্ত ঘন পদার্থ যা পারমাণবিক রিএক্টরের জন্য ইউরেনিয়াম জ্বালানি প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি নিরাপদভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন, তবে এটি অতিরিক্ত বিকিরণজনিত ঝুঁকি তৈরি করে না। সউদী আরব পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার শুরু করার পর এটি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে বিকশিত হচ্ছে।যদিও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সম্ভাবনা বিষয়টি সংবেদনশীল,সউদী আরব জানিয়েছে যে এটি শুধুমাত্র শক্তির উৎস হিসেবে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করবে। তবে,সউদী আরবের পরবর্তী পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিভাবে এগিয়ে যাবে তা এখনো পরিষ্কার নয়।
২০১৮ সালে সউদী আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান বলেছিলেন, যদি ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করে, তবে সউদী আরবও একই পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। তার দুই বছর পর সউদী আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রী একই বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করেন।
সউদী আরব গত বছর জানিয়েছে যে তারা তাদের পারমাণবিক সুবিধাগুলোর ওপর আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার তদারকি তুলে দিয়ে স্বাভাবিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করবে ২০২৪ সালের শেষের দিকে।সউদী ল আরব এখনও তার প্রথম পারমাণবিক রিএক্টর চালু করেনি, ফলে তাদের কার্যক্রম এখনো আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা চুক্তির আওতায়।
উল্লেখযোগ্য যে, সংযুক্ত আরব আমিরাত আরব বিশ্বে প্রথমবারের মতো একাধিক ইউনিটের পারমাণবিক শক্তি প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে, এবং তারা ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের কাজ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ইরানের সঙ্গে পরমাণু বিষয়ক আলোচনা শুরু ইউরোপীয় শক্তিগুলোর

আপনজন ডেস্ক: ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম গারিবাবাদি জানিয়েছেন, পারমাণবিক আলোচনা ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে ইউরোপের তিন দেশের সাথে আলোচনা শুরুর জন্য সমঝোতা হয়েছে। সোমবার তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ইউরোপের তিন দেশ অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির সাথে ইরানের তৃতীয় দফা বৈঠক জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব বৈঠক গঠনমূলক ও দ্ব্যর্থহীন ছিল। খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রবেশের আগে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং পরমাণু- এই দুই ক্ষেত্রে কথা বলা জরুরি ছিল, সেটা করা হয়েছে।
ইরানের এই উপমন্ত্রী আরো বলেন, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার বিষয়ে আলোচনা শুরুর প্রয়োজনীয়তার ওপর সবাই গুরুত্ব দিচ্ছিল, এ বিষয়ে সবার মধ্যে ঐকমত্য ছিল। একটা সমঝোতায় পৌঁছার আগে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা জরুরি ছিল। এর আগে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচি বলেছেন, পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে গঠনমূলক এবং ত্বরিত আলোচনার জন্য তেহরান প্রস্তুত রয়েছে।
ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচি বলেন, আমরা দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে ছয় জাতিগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করেছি, এরপর এমন একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলাম যেটাকে গোটা বিশ্ব মেনে

এমপক্স শনাক্ত : সিয়েরা লিওনে জরুরি অবস্থা জারি

আপনজন ডেস্ক: মাত্র চার দিনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির শরীরে এমপক্স শনাক্ত হওয়ার পর জরুরি অবস্থা জারি করেছে আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওন।
সোমবার (১৩ জানুয়ারি) দেশটি এই জরুরি অবস্থা জারি করে বলে এক প্রতিবেদনে বলেছে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)।
দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আক্রান্তদের কারোরই সম্প্রতি সংক্রমিত প্রাণী বা ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার রেকর্ড নেই। প্রথম যে ব্যক্তির শরীরে এমপক্স শনাক্ত হয়, তিনি গত ২৬ ডিসেম্বর থেকে ৬ জানুয়ারির মধ্যে উত্তরাঞ্চলীয় পোর্ট লোকো জেলার একটি বিমানবন্দর শহর লুঙ্গিতে সম্প্রতি ভ্রমণ করেছিলেন।
এখন পর্যন্ত আক্রান্ত দুই রোগীকেই রাজধানীর ফ্রিটাউনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।
এমপক্স ভাইরাসটিকে মাঙ্কিপক্সও বলা হয়। ১৯৫৮ সালে বানরের মধ্যে 'পক্সের মতো' রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় প্রথম শনাক্ত করা হয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে, মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায় বেশিভাগ মানব শরীরে এসব সংক্রমণ হয়েছে। সাধারণত সংক্রামিত প্রাণীর সাথে ঘনিষ্ঠ লোকদের মধ্যে এটির সংক্রমণ ঘটে থাকে।
তবে ২০২২ সালে প্রথমবারের মতো যৌন সংক্রমণের মাধ্যমে এমপক্স ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়। এর ফলে ৭০টিরও বেশি দেশে প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। এর আগে আগে ভাইরাসটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।
এই ভাইরাসে সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের হার কঙ্গোতে। এই বছর আফ্রিকায় আনুমানিক ৪৩ হাজার মানুষের শরীরে সন্দেহভাজন ভাইরাসটি শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ১ হাজার মৃত্যুর বেশিভাগই ঘটেছে আফ্রিকাতে।
সিয়েরা লিওনে ২০১৪ সালে ইবোলা প্রাদুর্ভাব হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। এটি ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাণঘাতী ভাইরাস। মূলত পশ্চিম আফ্রিকাকে প্রভাবিত করা এই প্রাদুর্ভাবটি। সারা বিশ্বের মোট ১১ হাজার মৃত্যুর মধ্যে সিয়েরা লিওনেই ৪ হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল ভাইরাসটি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দাবানলে সব ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হলেও অলৌকিকভাবে অক্ষত একটি!

আপনজন ডেস্ক: ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে যখন দাবানলে ছারখার চারদিক, তখন আগুনের লেলিহান শিখাকে হার মানিয়ে অলৌকিকভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে প্যালিসেডের ম্যালিবু এলাকার একটি বাড়ি।
নয় মিলিয়ন ডলারের তিনতলা বাড়িটির মালিক ৬৪ বছর বয়সী ডেভিড স্টেইনার। পেশায় ছিলেন টেক্সাসের বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার একজন নির্বাহী কর্মকর্তা।
প্যালিসেডে যখন দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দাবানল, তখন প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে ঠাঁই নেন নিরাপদ আশ্রয়ে।
ভাবেননি আর ফিরে যেতে পারবেন নিজ ঘরে। তবে আগুন নেভার পর দেখলেন আশ্চর্য এক কাণ্ড। আশপাশের সব বাড়ি পুড়ে ছাই হলেও পুরোপুরি অক্ষত তার বাড়ি। এমনকি বাড়ির দেয়ালেও নেই আগুনে কোনো চিহ্ন। যেনো, ধ্বংসস্তুপের উপর দাড়িয়ে আছে এক বাতিঘর।

বিশাল স্বর্ণের খনির সন্ধান পেল পাকিস্তান

আপনজন ডেস্ক: বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়াসহ নানা আর্থিক সংকটের মধ্যে থাকা পাকিস্তানে স্বর্ণের খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। সিন্ধু নদের পাঞ্জাব অংশের অববাহিকা এলাকা এই খনিতে অন্তত ২৮ লাখ ভরি স্বর্ণ মজুত আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
দেশটিতে যার বর্তমান বাজার মূল্য ৮ হাজার কোটি (৮০০ বিলিয়ন) পাকিস্তানি রুপি। পাঞ্জাব প্রদেশের সাবেক খনিমন্ত্রী ইব্রাহিম হাসান মুরাদের বরাতে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ১০ জানুয়ারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক বার্তায় ইব্রাহিম হাসান মুরাদ বলেন, 'সিন্ধু নদের পাঞ্জাব অংশের অববাহিকা এলাকা ৩২ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এই খনিতে অন্তত ২৮ লাখ ভরি (প্রায় ৩৩ টন) স্বর্ণ মজুত রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৮মি.

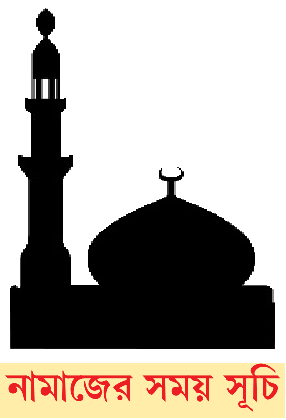

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৯
যোহর	১১.৫১	
আসর	৩.৩৭	
মাগরিব	৫.১৮	
এশা	৬.৩১	
তাহাজ্জুদ	১১.০৬	

মিয়ানমারে জান্তা ফাঁড়িতে আক্রমণ আর্মির

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি ও তাদের সহযোগীরা দেশটির জান্তা বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁড়িতে হামলা চালিয়েছে। ফাঁড়িটি রাখাইন ও ম্যাগওয়ে অঞ্চলের সংযোগকারী আন-পাদান রোডে অবস্থিত একটি কামান ঘাঁটির পাহাড়ায় নিয়োজিত। মগওয়েরে এনগ্যাপ শহর থেকে মাত্র ৩২ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত আরাকান পর্বত এলাকার দুটি গ্রামে শনিবার দু'পক্ষের মধ্যে এ সংঘর্ষ শুরু হয়।

২০২৪ সালে পবিত্র হজ ও ওমরাহ করেছেন ১ কোটি ৮৫ লাখ মানুষ

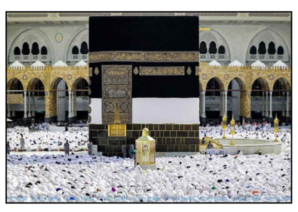

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সালে সৌদি আরবের বাইরে থেকে আসা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এক কোটি ৮৫ লাখেরও বেশি মুসলিম পবিত্র হজ ও ওমরাহ পালন করেছেন। সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী ড. তৌফিক আল রাবিয়াহ এই তথ্য জানিয়েছেন। মঙ্গলবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইংরেজি দৈনিক গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। সৌদি আরবের বন্দরনগরী জেদ্দায় চতুর্থ হজ ও ওমরাহ সম্মেলন এবং প্রদর্শনীতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আল রাবিয়াহ বলেছেন, পবিত্র হজ ও ওমরা পালনে আসা অতিথিদের অভিজ্ঞতা সম্প্রসারণের জন্য এই ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আনা হয়েছে। তিনি মসজিদে নববীতে আল-রওজা আল শরিফায় বাস্তবায়ন করা নতুন ব্যবস্থার সাফল্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, নতুন ব্যবস্থার ফলে রওজা শরিফে জিয়ারতকারীদের সংখ্যা অতীতের তুলনায় ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালে ৪০ লাখ মুসলিম পবিত্র রওজা শরিফ জিয়ারত করলেও ২০২৪ সালে তা বেড়ে ১ কোটি ৩০ লাখে পৌঁছেছে। ওমরাহ যাত্রীদের জন্য সৌদি আরবের চালু করা নুসুক অ্যাপের নতুন সংস্করণের উদ্বোধন করেছেন আল রাবিয়াহ। নতুন এই সংস্করণের অ্যাপে ওমরাহযাত্রীদের জন্য শতাধিক অতিরিক্ত সেবা যুক্ত করা হয়েছে।

ব্রিটেনের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন টিউলিপ সিদ্দিক

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের সিটি মিনিস্টার টিউলিপ সিদ্দিক পদত্যাগ করেছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠের কাছ থেকে ফ্ল্যাট উপহার নিয়ে ব্যাপক চাপের মুখে ছিলেন তিনি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) তার পদত্যাগের বিষয়টি জানিয়েছে।
টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অসঙ্গতির অভিযোগ উঠেছে। এরপর নিজের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ মিনিস্ট্রিয়াল ওয়াচডগকে তদন্তের আহ্বান জানান টিউলিপ। পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেন মিনিস্ট্রিয়াল ওয়াচডগের উপদেষ্টা লরি ম্যাগনাস।
লন্ডনে হাসিনা ঘনিষ্ঠের কাছ থেকে উপহার নেওয়া ছাড়াও; সাবেক এক বাংলাদেশি এমপির কাছ থেকে ২০১৯ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপের দুটি টিকিট নিয়েছিলেন টিউলিপ।
এছাড়া তার বিরুদ্ধে অন্যান্য আরও আর্থিক অসঙ্গতির অভিযোগ উঠেছে। এসবের মধ্যে দেশটির বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টি টিউলিপকে বরখাস্তের দাবি জানিয়েছিল। তারা বলছিল, টিউলিপের ওপর ব্রিটেনের দুর্নীতি প্রতিরোধের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারই নাম দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়েছে। এতে তিনি মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালনের নৈতিকতা হারিয়েছেন।
বার্তাসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, টিউলিপ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের কাছে তার পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।

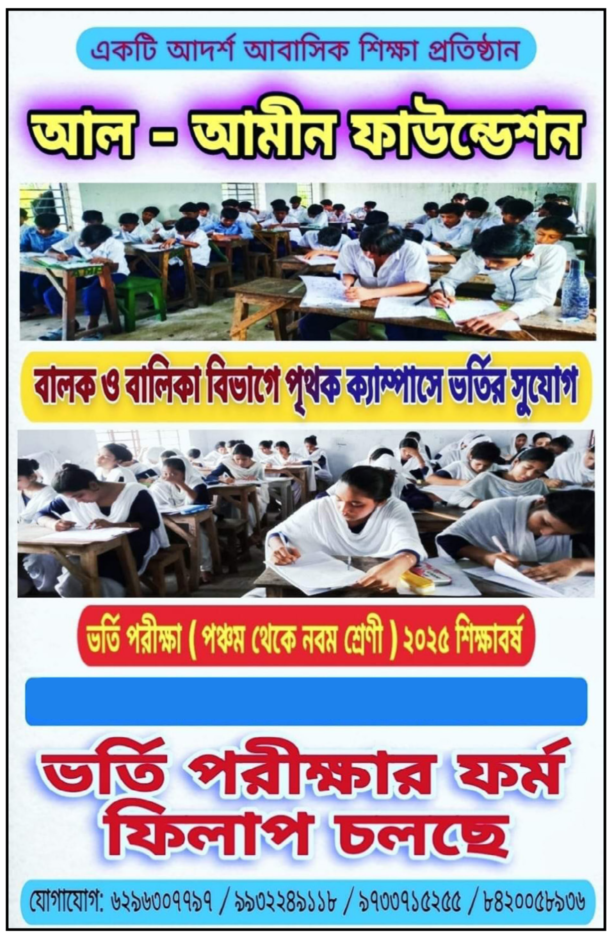

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ৩০ পৌষ ১৪৩১, ১৩ রজব ১৪৪৬ হিজরি

‘প্রসেস অব আনলার্নিং’

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরিয়া শিক্ষাব্যবস্থায় নানা ধরনের কাটাছিড়া হয়। এই ব্যাপারে একজন রাজনীতিক দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা হইল– ‘প্রসেস অব আনলার্নিং’। আমরা শিখি এবং ভুলিয়া যাই। অথবা যাহা অতীতের প্রজন্মে শিখানো হয়, তাহা যেন পরের প্রজন্মে আসিয়া বৃথা হইয়া যায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষাব্যবস্থা বারংবার ক্ষমতাসীন শক্তির আদর্শিক স্বার্থে পরিবর্তিত হয়। সেই পরিবর্তনের ফলে উত্তর মেরু দক্ষিণে চলিয়া যায়, দক্ষিণ মেরু উত্তরে চলিয়া আসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাপারথাইড যুগে পাঠ্যপুস্তকে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্বকে বৈধতা দেওয়া হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে এই শিক্ষাব্যবস্থা পালটাইয়া বর্ণবৈষম্যের বিপক্ষে শিক্ষাদান শুরু হইলেও, পুরাতন বিষের প্রভাব সহজে মুছিয়া যায় নাই।

অনুরূপভাবে, রুয়ান্ডার গণহত্যার পূর্বে ও পরে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে জাতিগত বৈষম্যের এক বড় পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণিকা- অন্তর্গত ‘অধিকার’ কবিতাটি স্মরণ করা যাইতে পারে। অধিকার কবিতায়–বনের উপর অধিকারের প্রশ্নে বিভিন্ন গাছপালা নিজেদের গুণাবলির ভিত্তিতে অধিকারের দাবি জানাইতেছিল। বকুল গন্ধে, পলাশ রঙে, আর গোলাপ গন্ধ ও শোভায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিল। সাধারণ কচু বলিল, সে মাটির গভীরে শিকড় ছড়াইয়া অধিকারের প্রমাণ দিয়াছে। এইভাবে প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিতে চাহে। আমরা যখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির এই শিক্ষাগত সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন ‘অধিকার’ কবিতার সারাংশ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, প্রকৃত অধিকার সেই গোষ্ঠীর, যাহারা মাটির গভীরে দখল রাখে। রাজনীতি কিন্তু ইহার বিপরীত পথে চলে। পাঠ্যপুস্তকের বারংবার পরিবর্তন দ্বারা ইতিহাসের মূলে আঘাত হানা হয় এবং তাহাকে উপড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হয়। এক প্রজন্মকে শিখানো হয় এক রকম, পরবর্তী প্রজন্মকে শিখানো হয় অন্য রকম। ফলত, জনগণের মস্তিষ্কে ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

উপযুক্ত উদাহরণ হিসাবে, নাইজেরিয়া ও জিম্বাবুয়ের কথাও উল্লেখ করা যায়। নাইজেরিয়াতে পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তনের মাধ্যমে একাধিক সামরিক শাসক নিজেদের আদর্শ ও রাজনৈতিক সাফল্যকে অতিরঞ্জিত করিয়াছে। অন্যদিকে, জিম্বাবুয়ের রবার্ট মুগাবে তাহার শাসনের সময় শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়িয়াছিলেন, যাহাতে তাহার ব্যক্তিগত মহিমা সর্বোচ্চ স্থানে থাকে। শিক্ষার্থীরা সত্য ইতিহাস জানিতে ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু ইহার চেয়েও গভীর ক্ষতি হইতেছে, যখন পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তন নূতন প্রজন্মকে এমন এক অবস্থানে রাখে, যেইখান হইতে তাহাদের পুরাতন শিক্ষা বৃথা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সত্য যদি বিকৃত হয়, তবে তাহার ফলে শিক্ষার্থীরা এক অবিরাম শূন্যতায় পতিত হয়। সত্য কী? সত্য হইল কণিকার আরেকটি কবিতার মতো–‘দেহটা যেমনি ক’রে ঘোরাও যেখানে/ বাম হাত বামে থাকে, ডান হাত ডানে।’

এইভাবে শিক্ষা, রাজনীতি এবং পুনরাবৃত্তির দুর্ভোগের দুষ্টচক্র আর কতদিন ধরিয়া চলিবে? যখন একটি দেশের জনসাধারণ বুঝিতে পারেন, শিক্ষার মাধ্যমে তাহাদের সত্যশিক্ষার পরিবর্তে ক্ষমতাসীনদের স্বার্থ রক্ষা করা হইতেছে, তখন তাহাদের নিকটও শিক্ষার গুরুত্ব কমিয়া যায়। রুয়ান্ডায় অনেক দ্বন্দ্ববিবাদের পর শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন হয়। এবং সেইখানে জাতিগত ঐক্যের উপর জোর দেওয়া হয়।

প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন তাহা আত্মনির্ভরশীল এবং সত্যের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। শিক্ষাব্যবস্থার স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করিবার মাধ্যমেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এই সমস্যার সমাধান পাইতে পারে। অন্যথায় শিক্ষাকে যদি নিজস্বার্থে আত্মপ্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে এই ‘প্রসেস অব আনলার্নিং’ চলিতেই থাকিবে। এইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরিয়া চলিতে পারে না। সুতরাং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ঐকমত্য প্রয়োজন। ইহা ছাড়া উপায় নাই।

• • • • • • • • • • • •

না, শ্রীলঙ্কায় তামিলদের সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি

শ্রীলঙ্কার তামিলদের মুক্তি চেয়ে লড়াই করা সশস্ত্র গোষ্ঠী লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলম বা এলটিটিইর নিহত যোদ্ধাদের এই কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়েছিল। সেখানে কাবিতার ভাইয়েরও কবর আছে। কিন্তু রাজাপক্ষে সরকার সে কবরগুলোর ওপর সামরিক ঘাঁটি বানিয়েছে। সরকারের এই কাজে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন কাবিতা। লিখেছেন **মারিও আরুলথাস**।

‘ওরা আমাদের কবরের ওপর বুট পরে হেঁটে বেড়াচ্ছে’, শ্রীলঙ্কার ভিসুভামাডুতে একটি পুরোনো কবরস্থানের জায়গায় দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কথাগুলো বলছিলেন তামিল নারী কাবিতা। তাঁর সঙ্গে যখন আমি কথা বলছিলাম, তখন বৃষ্টির ঝাপটা এসে পড়ছিল। সেই ঝাপটা তাঁর চোখের পানি ধুয়ে দিচ্ছিল।

শ্রীলঙ্কার তামিলদের মুক্তি চেয়ে লড়াই করা সশস্ত্র গোষ্ঠী লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলম বা এলটিটিইর নিহত যোদ্ধাদের এই কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়েছিল। সেখানে কাবিতার ভাইয়েরও কবর আছে। কিন্তু রাজাপক্ষে সরকার সে কবরগুলোর ওপর সামরিক ঘাঁটি বানিয়েছে। সরকারের এই কাজে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন কাবিতা।

এলটিটিই শ্রীলঙ্কার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রভাবশালী ছিল। তারা প্রায় তিন দশক ধরে একটি স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিল। তবে ২০০৯ সালে তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় এবং শ্রীলঙ্কার সে সময়কার সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধের সময় সরকার এই কবরস্থানের মতো এলটিটিই নিয়ন্ত্রিত অনেক স্থাপনাকে ধ্বংস করেছিল বা অন্য কাজে ব্যবহার করেছিল।

গত নভেম্বরের শেষ দিকে কাবিতাসহ হাজারো মানুষ এলটিটিইর পুরোনো কবরস্থানে জড়ো হয়েছিলেন ‘মাভিরার নাল’ পালনের জন্য। এটি একটি বিশেষ দিন। দীর্ঘ যুদ্ধে মারা যাওয়া এলটিটিই যোদ্ধাদের এই দিনে স্মরণ করা হয়। এটি কোনো একক বা ছোটখাটো স্মরণানুষ্ঠান নয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ভিসুভামাডু ছাড়াও শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্বে আরও দুই শর বেশি জায়গায় (যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, উপাসনালয় ও পুরোনো কবরস্থানে) এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। সেখানে হাজার হাজার মানুষ অংশ নেন।

২০২৪ সালের মাভিরার নাল পালনের প্রতি মানুষের এত আগ্রহ শ্রীলঙ্কাবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছে, যাঁরা ভাবছিলেন, তামিল জাতীয়তাবাদ শেষ হয়ে গেছে, তাঁরা আসলে ভুল। এর মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ১৪ নভেম্বর শ্রীলঙ্কার জাতীয় নির্বাচনের ফল দেখে অনেকেই এমনটা ধারণা করেছিলেন।

ওই নির্বাচনে বামপন্থী সিংহলি দল ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি) বিশাল জয় পেয়েছে। তারা আগের সব রেকর্ড ভেঙে পার্লামেন্টে ১৫৯টি আসন জিতেছে। এ ছাড়া তারা উত্তর-পূর্বের তামিল-সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোর প্রায় সব কটিতে জয় পেয়েছে। তামিল জাতীয়তাবাদী দল তেমন ভোট পায়নি।

এই কারণে অনেকে মনে করেছিলেন, তামিলরা তাদের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্ন বাদ দিয়েছে।

কিন্তু তামিলদের নিজস্ব ভূমির দাবি ও তাদের রাজনৈতিক বাস্তবতা অনেক জটিল। আদতে দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক সমস্যা এবং দুর্নীতির কারণে রাজাপক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের মনে যে ক্ষোভ জন্মেছিল, সেই ক্ষোভের কারণেই মূলত এনপিপি ক্ষমতায় এসেছে। ২০০৫ সাল থেকে শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে প্রভাবশালী অবস্থানে থাকা রাজাপক্ষে পরিবারের পতন খুবই চমকপ্রদ ছিল। এই পরিবারকে তামিলরা কখনোই সমর্থন করেনি। কারণ, তামিলরা মাহিন্দা রাজাপক্ষে ও তাঁর ভাই গোতাবায়ে রাজাপক্ষকে গণহত্যার জন্য দায়ী করে। তবে দক্ষিণের সিংহলি–অধ্যুষিত এলাকায় রাজপক্ষে পরিবারকে বীর হিসেবে দেখা হতো, কারণ তারা এলটিটিইকে দমন করেছিল। ২০১৯ সালে গোতাবায়ে রাজাপক্ষে বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার তিন বছরের কম সময়ের মধ্যে ২০২২ সালে সিংহলি দক্ষিণে গণ-আন্দোলনে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর রাজাপক্ষে পরিবার দ্রুত তাদের সব রাজনৈতিক ক্ষমতা হারায়। ২০২৪ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তাদের দল মাত্র তিনটি আসন জিততে পেরেছে। এনপিপি নভেম্বরের ভোটে এমন এক বিজয় অর্জন করেছে, যা দেশের দীর্ঘদিনের জাতিগত বিভাজনকে ছাপিয়ে গেছে। এমনকি তারা তামিল জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি জাফনাতেও জিতেছে।

নতুন সরকার চাইলে তামিলদের স্বায়ত্তশাসনসহ কিছু দাবি মেটাতে পারে। এর জন্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, সন্ত্রাসবিরোধী আইন বাতিল, সামরিক বাহিনীর দখলে থাকা জমি ফেরানো এবং উত্তর-পূর্বে ভূমি দখল ও সিংহলি বসতি স্থাপন বন্ধ করা জরুরি। নতুন সরকার যদি এসব দাবি না মানে, তাহলে শ্রীলঙ্কার বিভাজন একই রকম থেকে যাবে।

এটি অনেককে, বিশেষ করে যাঁরা বাইরে থেকে তামিল রাজনীতি পর্যবেক্ষক করে থাকেন, তাঁদের অবাক করেছে। কেউ কেউ এই ভোটের ফলকে তামিল জাতীয়তাবাদের ‘শেষের শুরু’ বলেও ভেবেছেন। এমনকি এনপিপির কিছু নেতা বলেছিলেন, জাফনায় তাদের জয়ের অর্থ হলো তামিলরা ‘বর্ণবাদ’ ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু উত্তর-পূর্বে এনপিপির জয় মানে তামিল জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করা–এই ধারণা সর্বাংশে ভুল।

যাঁরা তামিল জনগণের মনের কথা বোঝেন, তাঁরা জানেন, এবারের ভোটে পরিবর্তনের কারণ তামিল জাতীয়তাবাদ ছেড়ে দেওয়া নয়। বরং এটি তামিল রাজনীতিবিদদের প্রতি তামিল নাগরিকদের অসন্তোষের প্রকাশ।

পাশাপাশি নির্বাচনের ফল দেখিয়েছে, তামিলরা বাস্তববাদী। তাঁরা ভোট দেওয়ার সময় তাঁদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক চাহিদা–দুটিকেই বিবেচনায় রাখে। অনেক তামিল জাতীয়তাবাদী এনপিপিকে ভোট দিয়েছেন। কারণ তাঁরা ভেবেছেন, এনপিপি অর্থনৈতিক উন্নতি আনতে পারবে। আবার অনেকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অযোগ্য স্থানীয় রাজনীতিবিদদের শাস্তি দিতে চেয়েছেন। এনপিপি নিজেদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা দল হিসেবে তুলে ধরেছিল, যা কিনা তামিল ভোটারদের তাদের দিকে টেনেছে।

২০২৪ সালের মাভিরার নাল পালনের প্রতি মানুষের এত আগ্রহ শ্রীলঙ্কাবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছে, যাঁরা ভাবছিলেন, তামিল জাতীয়তাবাদ শেষ হয়ে গেছে, তাঁরা আসলে ভুল। এর মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ১৪ নভেম্বর শ্রীলঙ্কার জাতীয় নির্বাচনের ফল দেখে অনেকেই এমনটা ধারণা করেছিলেন।

ওই নির্বাচনে বামপন্থী সিংহলি দল ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি) বিশাল জয় পেয়েছে। তারা আগের সব রেকর্ড ভেঙে পার্লামেন্টে ১৫৯টি আসন জিতেছে। এ ছাড়া তারা উত্তর-পূর্বের তামিল-সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোর প্রায় সব কটিতে জয় পেয়েছে। তামিল জাতীয়তাবাদী দল তেমন ভোট পায়নি।

এই কারণে অনেকে মনে করেছিলেন, তামিলরা তাদের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্ন বাদ দিয়েছে।

কিন্তু তামিলদের নিজস্ব ভূমির দাবি ও তাদের রাজনৈতিক বাস্তবতা অনেক জটিল। আদতে দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক সমস্যা এবং দুর্নীতির কারণে রাজাপক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের মনে যে ক্ষোভ জন্মেছিল, সেই ক্ষোভের কারণেই মূলত এনপিপি ক্ষমতায় এসেছে।

কলম্বোর একটি জনপ্রিয় জায়গায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জব্দ করা বিলাসবহুল গাড়ি প্রদর্শন এনপিপির জনপ্রিয়তা বাড়ায়। এটি ধনী অভিজাতদের প্রতি একটি প্রতীকী চপেটাঘাত ছিল।

তামিলদের প্রতি তাদের ইতিবাচক বার্তা, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান, মাভিরার নাল পালনের অনুমতি দেওয়া এবং তামিলদের দমনে ব্যবহৃত সন্ত্রাসবিরোধী আইন বাতিলের প্রতিশ্রুতি উত্তর-পূর্বে তাদের সমর্থন বাড়ায়।

কাবিতা নিজেও একজন দৃঢ় তামিল জাতীয়তাবাদী। কিন্তু তিনিও এনপিপিকে ভোট দিয়েছেন। তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন, তিনি তামিল দলের (আইটিএকে) প্রতি হতাশা এবং তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য এনপিপিকে ভোট দিয়েছেন।

তবে এনপিপির প্রতি তামিলদের এই সমর্থন শর্তসাপেক্ষ এবং ইতিমধ্যে সে সমর্থনে ফাটল দেখা যাচ্ছে।

মাভিরার নাল পালনের জন্য তামিলদের গ্রেপ্তার করা এবং কবরস্থান থেকে সামরিক ঘাঁটি সরানোর প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার কারণে সরকারের প্রতি তাদের ক্ষোভ বাড়ছে। তামিলরা মনে করছে, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো শুধুই ফাঁকা বুলি ছিল।

এনপিপি আগে কখনো ক্ষমতায় ছিল না, তাই তাদের অতীত শাসকদের মতো দায় নেই। তবে তাদের প্রধান দল জেভিপি একসময় ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে নিষিদ্ধ ছিল; কারণ তাদের বিদ্রোহে হাজার হাজার সিংহলি নিহত হয়েছিলেন।

শ্রীলঙ্কার রাজনীতি সিংহলি বৌদ্ধদের প্রাধান্য দেওয়ার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে তামিলদের কখনো সমান নাগরিক হিসেবে দেখা হয়নি। তারা সব সময় অবহেলিত হয়েছে। এমনকি তামিল নেতারাও প্রায়ই তাঁদের দাবিগুলো থেকে সরে গিয়ে কলম্বোর ক্ষমতাবানদের সঙ্গে মিশে গেছেন।

তবে এবারের নির্বাচন দেখিয়েছে, তামিলদের রাজনৈতিক শক্তি শুধু ভোটের মাধ্যমে বোঝা যায় না। মাভিরার নাল এবং তামিল জাতীয়তাবাদী স্মরণানুষ্ঠানগুলো তামিলদের মানসিকতার গভীরে প্রোথিত। এই তামিল ইলমকেন্দ্রিক চেতনা নির্বাচনের বাইরে গিয়েও টিকে থাকবে এবং তাদের লক্ষ্যপূরণের চেষ্টা করবে।

নতুন সরকার চাইলে তামিলদের স্বায়ত্তশাসনসহ কিছু দাবি মেটাতে পারে। এর জন্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, সন্ত্রাসবিরোধী আইন বাতিল, সামরিক বাহিনীর দখলে থাকা জমি ফেরানো এবং উত্তর-পূর্বে ভূমি দখল ও সিংহলি বসতি স্থাপন বন্ধ করা জরুরি। নতুন সরকার যদি এসব দাবি না মানে, তাহলে শ্রীলঙ্কার বিভাজন একই রকম থেকে যাবে।

মারিও আরুলথাস ইউনিভার্সিটি *অব লন্ডনের এসওএএসের একজন গবেষক*

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

মাহা হিলাল

গুয়ানতানামো, ২৩ বছর পরও সর্বব্যাপী এক হুমকি

৬ জানুয়ারি ১১ জন ইয়েমেনি বন্দীকে ওমানে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা গুয়ানতানামো বন্দিশালায় ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁদের মুক্তির অনুমতি দিয়েছে।

এর আগে পেন্টাগন রিদাহ বিন সালেহ আল-ইয়াজিদি নামের একজনকে গুয়ানতানামো কারাগার থেকে ছেড়ে দিয়ে তিউনিসিয়ায় ফেরত পাঠায়। তিনি ২০০২ সালে গুয়ানতানামো খোলার সময় থেকে কোনো অভিযোগ ছাড়াই বন্দী ছিলেন। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আরও তিনজন বন্দী মুক্তি পান। তাঁদের দুজনকে মালয়েশিয়ায় এবং একজনকে কেনিয়ায় পাঠানো হয়।

গুয়ানতানামো কারাগার বানানোর ২৩ বছর পর এখন সেখানে বন্দীর সংখ্যা সবচেয়ে কম। বর্তমানে সেখানে মাত্র ১৫ জন বন্দী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ‘নাইন-ইলেভেন ফাইভ’খ্যাত পাঁচজনও রয়েছেন।

বন্দীর সংখ্যা কমে গেলেও এই অধ্যায় শেষ হয়নি। কারণ, যাঁরা এখনো বন্দী, তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আর যাঁরা মুক্তি পেয়েছেন, তাঁদের অনেকেই এখনো গুয়ানতানামোর নির্যাতন-পরবর্তী মানসিক ও শারীরিক ক্ষতির সঙ্গে লড়াই করছেন।

গুয়ানতানামো শুধু একটি বন্দিশালা নয়; এটি সাম্রাজ্যবাদ, বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক। এটি দেখায় যে ভিন্ন সম্প্রদায়কে অপরাধী সাব্যস্ত করতে যুক্তরাষ্ট্র কত নিচে নামতে পারে। একই সঙ্গে এটি কিউবার ভূমির ওপর মার্কিন দখলদারির কথাও মনে করিয়ে দেয়।

দুই দশকের বেশি সময় ধরে গুয়ানতানামো যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এমন একটি জায়গা হিসেবে পরিচিত, যেখানে আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কারা শাস্তি পাবে আর কারা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত থাকবে।

মার্কিন গবেষক অ্যামি ক্যাপলান তাঁর ‘হয়্যার ইজ গুয়ানতানামো?’ প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘গুয়ানতানামোকে আজকের বন্দিশিবির হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়টি জায়গাটির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। এটি সাম্রাজ্যবাদের একটি উদাহরণ; যেখানে জাতীয় সীমান্তের বাইরে এবং আইনের শাসনের বাইরে রাষ্ট্রের ক্ষমতা জোর করে ব্যবহার করা হয়।’

গুয়ানতানামো দখল করেও

যুক্তরাষ্ট্র বলে আসছে, কিউবার এই এলাকার সার্বভৌমত্ব আছে। কিন্তু কিউবার এখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বা মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা নেই। এই সাম্রাজ্যবাদী আচরণের কারণেই গুয়ানতানামোয় এত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। ২০০১ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অনেক দেশে যুদ্ধ করেছে, দখল করেছে এবং অনেক বন্দীকে এসব দেশ থেকে ধরে এনেছে।

গুয়ানতানামো দখল করেও যুক্তরাষ্ট্র বলে আসছে, কিউবার এই এলাকার সার্বভৌমত্ব আছে। কিন্তু কিউবার এখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বা মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা নেই। এই সাম্রাজ্যবাদী আচরণের কারণেই গুয়ানতানামোয় এত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। ২০০১ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অনেক দেশে যুদ্ধ করেছে, দখল করেছে এবং অনেক বন্দীকে এসব দেশ থেকে ধরে এনেছে।

এ সহিংসতা শুধু ওই অঞ্চলে নয়, বন্দীদের শরীরেও ফুটে উঠেছে। দখল করা কিউবার মাটিতে বন্দীদের প্রতি এ আচরণ যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার এক নগ্ন উদাহরণ।

এ অবস্থা এখনো চলছে। অনেক বন্দীকে তাঁদের নিজের দেশ, বিশেষ করে ইয়েমেনে ফেরত পাঠানো হয়নি। কারণ, সেখানে এখনো যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ চালাচ্ছে।

মিশেল ফুকো তাঁর ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ বইয়ে বলেছেন, উনিশ শতকের শুরুতে শাস্তি দেওয়ার প্রকাশ্য পদ্ধতি বদলে যায়। শারীরিক যন্ত্রণা বা প্রকাশ্য শাস্তি কমে আসে। কারণ, ক্ষমতা প্রয়োগের সূক্ষ্ম পদ্ধতি মানুষের ক্ষোভ কমিয়ে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায়। কিন্তু গবেষক সোহাইল দৌলতজাই দেখিয়েছেন, ‘সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের’ ক্ষেত্রে ফুকোর তত্ত্বের উল্টোটা ঘটেছে। নাইন-ইলেভেন হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র শাস্তি ও নির্যাতনের একটি ‘অতিরিক্ত যুগ’ চালু করে। বিশেষ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এ নির্যাতন প্রকাশ্যে দেখানো হয়। এখানে যুদ্ধ জেতার প্রমাণ হিসেবে এ নির্যাতনকে প্রকাশ্যে আনা হয় এবং নির্যাতনকে ন্যায়সংগত বলে প্রচার করা হয়।

দৌলতজাই আরও বলেন, মুসলিমদের শাস্তি যেন স্বাভাবিক ও সঠিক মনে করা হয়; কারণ, ‘সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে’ মুসলিমদের হুমকির প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২৩ বছর আগে গুয়ানতানামোয় আনা বন্দীদের একটি ছবি তোলা হয়েছিল। ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছিল, বন্দীরা কমলা রঙের পোশাক পরে হাঁটু গেড়ে বসে ছিলেন। তাঁদের চোখে চশমা ছিল। মুখ বাঁধা অবস্থায় ছিল। নাইন-ইলেভেন হামলার পর মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ ইচ্ছা করে এ ছবি প্রকাশ করেছিল।

জেনারেল রিচার্ড মায়ার্স তখন বলেছিলেন, এই বন্দীরা এত বিপজ্জনক যে তাঁরা দাঁত দিয়ে কামড়ে বিমান ভেঙে ফেলতেও সক্ষম। ক্যাম্প এক্স-রের কমান্ডার মাইকেল লেহনার্ট তাঁদের ‘সবচেয়ে ভয়ংকর অপরাধী’ বলে বর্ণনা করেছিলেন।

এ ধরনের কথাবার্তা মুসলিম বন্দীদের শত্রু হিসেবে তুলে ধরতে এবং তাঁদের আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে সাহায্য করেছিল।

এ কারাগার যত দিন খোলা থাকবে, তত দিন এটি বন্দীদের জন্য একটি অবিচারের স্থান হিসেবে থাকবে। তাই এটি বন্ধ করা সময়ের দাবি।

ড. মাহা হিলাল গবেষক ও লেখক। তিনি মুসলিম কাউন্টারপাবলিকস ল্যাবের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক এবং উইটনেস এগেইনস্ট টর্চারের সংগঠক

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ

প্রথম নজর

লালগোলা বইমেলার উদ্বোধনে পুলিশ সুপার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ঘণ্টা বাজিয়ে একাদশ তম লালগোলা বই মেলার উদ্বোধন করলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(লালবাগ) রসপ্রীত সিং। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গঞ্জ শহর মুর্শিদাবাদের লালগোলা। দেশভাগ তো বটেই, পদ্মা-ভাগীরথী ভাঙনের সাক্ষী বহনকারী এমন একটি গঞ্জ শহরে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের উদ্যোগে ১০ বছর আগে বই মেলার পরিকল্পনা গ্রহন করেন তৎকালীন সময় লালগোলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জামালুদ্দিন মণ্ডল। পরবর্তীতে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে গঠিত হয় লালগোলা বইমেলা কমিটি। উদ্দেশ্য ছিল বইমেলার মাধ্যমে সীমান্তে হেরোইন সহ বিভিন্ন প্রকার মাদকের রমরমা বন্ধ করা। পাশাপাশি এলাকার একাধিক জলন্ত সমস্যা দূর করে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলাই ছিল বইমেলার মুখ্য উদ্দেশ্য। মাদক প্রতিরোধের আহ্বানে পুলিশের উদ্যোগে গড়ে ওঠা রাজ্যের প্রথম বইমেলা এবারে একাদশ তম বর্ষে পদার্পণ করল।

বইমেলা কর্তৃপক্ষ জানান, ‘এ বছর জেলার বিশিষ্ট নাট্যকর্মী অবনী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আলকাপ শিল্পী জান মহম্মদ শেখ নামাঙ্কিত এই বইমেলায় মোট স্টল হয়েছে ৬২ টি। তার মধ্যে প্রকাশক এবং পুস্তক বিক্রেতাদের স্টল রয়েছে ১৮ টি।’

পুলিশের স্টল ছাড়াও সরকারি স্টল জায়গা পেয়েছে মেলায়। পাশাপাশি হয়েছে পুষ্প প্রদর্শনীর আয়োজন। ভিন্ন স্বাদের খাবার দোকানও রাখা হয়েছে মেলা চত্বরে। অন্যদিকে বই মেলার মঞ্চে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কবি সম্মেলন ছাড়াও জেলা ও জেলার বাইরে থেকে আগত আঞ্চলিক শিল্পী সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলতে থাকবে। আগামী ১৯শে জানুয়ারি পর্যন্ত ৬ দিন মঞ্চস্থ হবে নাটক। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ড. উত্তম গড়াই, সার্কেল ইন্সপেক্টর মানস দাস, লালগোলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সৌরভ সেন, বইমেলা কমিটির সভাপতি সমীর বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক রতন ঘোষ, সহ সম্পাদক ফারুক আব্দুল্লাহ প্রমুখ। লালগোলা বইমেলায় দুটি স্টলে বাংলাদেশের বই বিক্রি হচ্ছে।

মালদা বইমেলায় কাব্য গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদা ৩৬তম বইমেলার কবি মঞ্চে “আপন ছকে বাঁধা” কাব্যগ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচিত হল! উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষ ড.নাজিবার রহমান,সামসী কলেজের অধ্যক্ষ ড.সলিল মুখার্জি,জনশিক্ষা ডিরেক্টর সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুন্দর মণ্ডল ,জনশিক্ষা আধিকারিক ও সভাপতি কবি মঞ্চ, সৈয়দ নৌসাদ আলী , আহ্বায়ক, কবি মঞ্চ। জেলা বিভিন্ন আধিকারিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কবি ও জেলার সাহিত্যিক -শিল্পী আয়ুসী। এছাড়াও লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক গণ ও বই মেলা কমিটির অন্যান্য সদস্য বৃন্দ। আপন ছকে বাঁধা” কাব্যগ্রন্থে বৈচিত্র্যময় কবিতার সমাহারের মালা গ্রথিত হয়েছে। সমাজ এবং দেশ নিয়ে কবির ভাবনা চিত্রময় হয়েছে। কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষ ড.নাজিবার রহমান বলেন ‘নিজের ব্যক্তিগত জীবনের হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে ‘আপন ছকে বাঁধা’ কাব্যগ্রন্থে। মুহাম্মদ আনিসুর রহমান এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ বাংলাভাষী কাব্য প্রেমীদের জন্য অনন্য সংগ্রহ হিসেবে বিবেচিত হবে। জেলা তথা রাজ্যের মানচিত্রে আনিসুর রহমান কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে এই ধরনের কবিতার প্রকাশনার মাধ্যমে।

নতুন ওসিকে সংবর্ধনা ইমাম মুয়াজ্জিনদের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন রাজ্য সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অন্তর্গত জলঙ্গী থানার নতুন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দীপক হালদার দায়িত্ব পাওয়ার পর মঙ্গলবার ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের একঝাঁক নেতৃত্ব থানায় এসে ফুলের তোড়া ও মিষ্টি দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।সংবর্ধনা পেয়ে খুশি ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দীপক হালদার। তিনি বলেন, ইমাম মুয়াজ্জিনরা সর্বদা সমাজের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদিন আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সমাজের কল্যাণের বিষয়ে আলোচনা হয়, সবরকম ভাবে পাশে থাকার বার্তা দেন।উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি আব্দুর রউফ সহ ব্লক নেতৃত্ব।

‘চোর চোর’ বলায় রেগে প্রাক্তন কারামন্ত্রী বললেন ‘বোম মারব’

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাঁথি

আপনজন: প্রাক্তন কারামন্ত্রী অখিল গিরি তৃনমূল কর্মীদের বলেছেন ‘বোম চার্জ করবো’। তাকে লক্ষ্য করে আপত্তিকর মন্তব্য দলের তৃণমূল নেতা উত্তম বারিকের ঘনিষ্টদের। চোর চোর বলে ডাকা হয় অখিল গিরিকে।

মোটরসাইকেলে উঠে ও থমকে যান অখিল গিরি। পিছনে মাথা ঘুরিয়ে আঙ্গুল তুলে বলেন বোম মারবো।কাঁথি সমবায় ব্যাংকের ডিরেক্টর পদে মনোনয়ন ঘিরে চরম উত্তেজনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কন্টাই- এ। ডিরেক্টর পদের নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া এবং তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কোন পক্ষ শেষ হাসি হাসবেন তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। তবে উত্তেজনা তুঙ্গে থাকায় বিশাল পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে ব্যাংকের সামনে।অবশেষে কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ডাইরেক্টর নির্বাচনে মনোনয়নপত্র নিয়ে সোমবার থেকে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে । তার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় বলা হয়েছে তৃণমূলের তরফ থেকে লিস্ট সুব্রত বক্সি এই লিস্ট পাঠিয়েছেন। মঙ্গলবার তৃণমূলের রাজ্য নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁথিতে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি দাবি করেন তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের কোন নেতা বা নেত্রী কোনো লিস্ট প্রকাশ করেননি। কারোর কোন সাক্ষরিত লিস্ট নেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে লিস্ট ভাইরাল হচ্ছে সে বিষয়ে দলের কোন দায়িত্ব নেই।

সোমবার থেকে টান টান উত্তেজনার মধ্যে কন্টাই কো অপারেটিভ ব্যাংকের ডাইরেক্টর নির্বাচনের মনোনয়নপত্র তোলা ও জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাংকের মোট ১০৮ জন ডেলিগেট নির্বাচিত হয়েছিল। তার মধ্যে ১০০ জন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা জয়লাভ করে। কন্টাই কো অপারেটিভ ব্যাংকের ১৫ জন ডাইরেক্টরের পদ রয়েছে । তার জন্য ৩০ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় কোন শিবির শেষ হাসি হাসতে পারে। উত্তম বারিকের শিবির না অখিল গিরির শিবির ? পুলিশের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাতে কোন অশান্তি সৃষ্টি না ন হয় তার জন্য আগাম যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রচুর পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে ইতিমধ্যে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া ও তোলার প্রক্রিয়ার সময় প্রয়োজনের বাইরে কাউকে ভিড় করতে দেওয়া হচ্ছে না ব্যাংকের চত্বরে এলাকায়।

সিভিক ভলান্টিয়ার হীরালাল সরকারের মানবিক উদ্যোগ

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন: মাঝে মাঝেই শোনা যায়, সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভালো কাজের চেয়ে খারাপ সমালোচনাই বেশি প্রচারিত হয়। সম্প্রতি সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় গ্রেপ্তার হওয়ার পরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আরও তীব্র হয়েছে। তবে এর মধ্যেই হুগলির বলাগড় থানার নাটা ঘরের সিভিক ভলান্টিয়ার হীরালাল সরকার তার কাজের মাধ্যমে সমাজের কাছে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন।

নাটা ঘর এলাকায় রাস্তার পাশে পাটকাঠি দিয়ে তৈরি একটি ছোট চালাঘরে গড়ে তুলেছেন ‘হীরার পাঠশালা’। পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার হলেও নেশায় শিক্ষক, হীরালাল প্রতিদিন সকাল ন’টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের ৩০ জন পিছিয়ে থাকা শিশুকে বিনামূল্যে পড়ান। এই অঞ্চলে আদিবাসী মানুষের সংখ্যা বেশি এবং তাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। ফলে এই শিশুরা প্রাইভেট টিউশন নিতে পারে না। হীরালাল এই শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে নিয়মিত তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। ক্লাস শেষে প্রতিদিন তিনি তাদের হাতে তুলে দেন লজেন্স এবং বিস্কুট, যাতে তারা পড়াশোনার প্রতি আরও উৎসাহী হয়। শুধু শিক্ষাদান নয়, হীরালাল শিশুদের মানবিক মূল্যবোধও শেখাচ্ছেন, যা তাদের ভবিষ্যতে ভালো মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

আজ পৌষ পার্বণ উপলক্ষে হীরালাল বাচ্চাদের নতুন পোশাক এবং খাবার বিতরণ করেছেন। তার মতে, এই ছোট উপহারগুলি শিশুদের মনে আনন্দ সৃষ্টি করবে এবং তাদের পড়াশোনার প্রতি আরও আগ্রহ বাড়াবে।

হীরালালের এই উদ্যোগ সমাজের সব স্তরে প্রশংসা কুড়িয়েছে। আজ হীরার পাঠশালা পরিদর্শনে আসেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার। তার সঙ্গে ছিলেন সিআই মগরা সৌমেন বিশ্বাস, ওসি বলাগড় সোমদেব পাত্র এবং আরও অনেক পুলিশ কর্তা। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনে যা যা লাগবে, তারা সেইসব সহযোগিতা করবে। অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার বলেন, “হীরালালের মতো সিভিক ভলান্টিয়াররা আমাদের সমাজের জন্য অনুপ্রেরণা। তার এই কাজ সত্যিই প্রশংসনীয় এবং এরকম উদ্যোগকে আমরা সবসময় সমর্থন করব।” হীরালাল নিজে বলেন, “শিশুদের পড়ানোর সময় যে আনন্দ পাই, তা অন্য কোনো কাজের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এরা যদি বড় হয়ে শিক্ষিত হয়, সমাজের মূলস্রোতে যুক্ত হতে পারে, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।”

হীরালাল সরকারের এই উদ্যোগ প্রমাণ করে দিয়েছে যে মানবিকতা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন সম্ভব। পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, সকলেই তার এই মহৎ কাজকে সমর্থন করছেন।

“এমনই মানবিক উদ্যোগের আরও খবর পেতে আমাদের সঙ্গে থাকুন।”

তীর্থযাত্রীদের ফেলা বর্জ্য পদার্থ দিয়ে গঙ্গাসাগরে তৈরি হবে নতুন রাস্তা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● গঙ্গাসাগর

আপনজন: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় এবার সাগরের উন্নয়নে নতুন উদ্যোগ।গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের ফেলে দেওয়া বর্জ্য পদার্থ দিয়েই তৈরি হতে চলেছে গঙ্গাসাগরের রাস্তা।কথায় বলে ‘সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার’। অর্থাত্‌ সব তীর্থে বারবার গিয়ে যে পূণ্যলাভ হয় গঙ্গাসাগর মেলায় মাত্র একবার এসে সেই পরিমাণ পূণ্যলাভ করা সম্ভব। হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ এই তীর্থস্থান।গঙ্গানদী এখানে সাগরে এসে মিশেছে।তাই এই স্থানের নাম গঙ্গাসাগর। সাগরের কপিলমুনির আশ্রম প্রাঙ্গনে এবার ৮-ই জানুয়ারি শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা, চলবে১৭ ই জানুয়ারি পর্যন্ত। চলতি বছর ইতিমধ্যেই ৫৫ লক্ষের বেশি পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান সেরে গেছেন বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। মকর সংক্রান্তির স্নান উপলক্ষে এলাহাবাদে আয়োজিত কুম্ভ মেলার পরে সবথেকে বড় মেলা হল এই গঙ্গাসাগর মেলা। আর এই উত্সব উপলক্ষ্যে দেশের নানান প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ জড়ো হন এই সাগরের সৈকতে। এত মানুষের সমাগম হওয়ার কারণে সাগর চত্বরে প্রচুর ময়লা আবর্জনা এই সময় জড়ো হয়। সেই কথা মাথায় রেখে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।

আর্বজনাকে রিসাইকেলিং করে কীভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র বানানো যায়, তা নিয়ে একটি কর্মশালা হচ্ছে। মেলা শেষের পরে কাচের বোতল, পুরানো কাপড় এবং অন্যান্য জিনিস সৈকত থেকে সংগ্রহ করা হবে। ফেলে দেওয়া জিনিস যে আবারও পুনর্ব্যবহার করা যায়। এমনকি গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করে নির্মাণ করা হবে গঙ্গা সাগরের বিভিন্ন রাস্তা এমনটাই জানিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য অনিতা মাইতি বালা।

তিনি জানান, গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫ উপলক্ষে জানুয়ারি মাস থেকেই গঙ্গাসাগরের ভিড় জমিয়েছে তীর্থ যাত্রীরা, আর এই তীর্থ যাত্রীদের ফেলে দেওয়া বর্জ্য নিয়ে আমাদের এই মহান কর্মযজ্ঞ। তীর্থযাত্রীদের ফেলে দেওয়া বর্জ্য এখানে এনে পুনর্ব্যবহার করে জৈব সার থেকে শুরু করে কাচের জিনিসপত্র এমনকি গঙ্গাসাগরে বিভিন্ন রাস্তার ক্ষেত্রে এই বর্জ্য পদার্থ আমরা পুনর্ব্যবহার করে মানুষের কর্মযজ্ঞ গড়ে তুলছি। এই মহান কর্মযজ্ঞে ২০০র বেশি কর্মী কর্মরত।নামখানা থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ৮ টি ইউনিটে এই মহান কর্মযজ্ঞ চলছে।

পাঁশকুড়ায় দাদুর মৃত্যুতে ব্যান্ড বাজিয়ে উদ্দাম নৃত্য নাতিদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পাঁশকুড়া

আপনজন: দাদুর মৃত্যুতে ব্যান্ড বাজিয়ে উদ্দাম নেচে সেলিব্রেশন নাতিদের,অদ্ভুত শ্মশান যাত্রার সাক্ষী রইল পাঁশকুড়া।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার মাইশোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামসুন্দরপুর পাটনা গ্রামের ১০৪ বছরের বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ আদক। সোমবার রাতে তার মৃত্যু হয়েছে। তার এই দীর্ঘ জীবনের পর ১০৪ বছর বয়সে পরলোক গমনের কারণে তাঁর বাড়ির আত্মীয় স্বজন ও নাতিরা ব্যান্ডপার্টি,নৃত্য সহযোগে আনন্দ উৎসাহের সহিত তাকে শ্মশানের উদ্দেশ্যে নিয়ে যান দাহ করার জন্য। এমন নজির বিহীন ঘটনায় হতবাক সকলেই। পাঁশকুড়ার বুকে এই প্রথম নজীরবিহীন ঘটনা।

বর্তমান সময়ে বহু মানুষই বিভিন্ন শারীরিক কারণে ৫০ পার হওয়ার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন সেই জায়গায় দেবেন্দ্রনাথ আদক দীর্ঘ বছর জীবিত থাকার পর এই বয়সে পরলোক গমন করার কারণেই আত্মীয় পরিজন থেকে শুরু করে নাতি নাতনী সহ প্রতিবেশীরা আনন্দের সহিত তাকে দাহ করতে নিয়ে যান। তাদের কাছে তার মৃত্যুটা দুঃখের নয়, আনন্দের।

১০০ বছর তিনি পার করে দিয়েছেন সুস্থ সবল ভাবে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি হাঁটাচলা করে স্বাভাবিক থেকেছেন। মন্দিরের সেবা করতেন। তাই তার মৃত্যুতে দুঃখ নয় তার আত্মার শান্তি কামনায় এই উল্লাস দাবি নাতিদের।

স্যালাইন কাণ্ড নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সম্মুখে বিক্ষোভ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: স্যালাইন কান্ড নিয়ে রাজ্য রাজনীতি উত্তপ্ত। সম্প্রতি মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খারাপ স্যালাইন প্রয়োগের ফলে এক প্রসূতি মায়ের মায়ের মৃত্যু ঘিরে ফের রাজ্য রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠছে। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য জেলার ন্যায় বীরভূমেও বীরভূম এবং রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা কাছেও উক্ত স্যালাইন ব্যবহার না করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে উক্ত হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর লোকজনদেরকে বাইরে থেকে ওষুধ কিনে আনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এই সমস্ত বিষয়ের প্রতিবাদে মঙ্গলবার সিপিআইএম রাস্তায় আন্দোলনের পথে নামে। এদিন সিপিআইএম সহ তাদের ছাত্র যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে রামপুরহাট পাঁচমাথা মোড় থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল বের হয়ে রামপুরহাট অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। এরপর পথসভায় বক্তব্যের মাধ্যমে প্রসূতি মৃত্যু, স্বাস্থ্য দপ্তরের মাফিয়াচক্র, দুর্নীতি, থ্রেট কালচার সহ বিভিন্ন দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেন।

সভা পরবর্তীতে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। সিআইটিইউ রাজ্য কমিটির সদস্য এ বিষয়ে অমিতাভ সিং বলেন, গত ২০১১ সালের পর থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দিনের পর দিন যত সময় যাচ্ছে ততই ভেঙে পড়েছে।

আনন্দধারা সাহিত্য অনুষ্ঠান বোলপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বোলপুর

আপনজন: আকাশবাণী শান্তিনিকেতন কেন্দ্রের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘আনন্দধারা’। যে অনুষ্ঠানে চিঠিপত্র, সাহিত্য পাঠ এবং সঙ্গীতাঞ্জলি মুখ্য আকর্ষণ। আধুনিক প্রযুক্তির নানান বিনোদনের উপকরণের মাঝে বেতারের জনপ্রিয়তা যখন তলানিতে এসে ঠেকেছে ঠিক তখনই ‘আনন্দধারা’র মতো বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুনরায় বেতার (রেডিও) জনমানসে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই ‘আনন্দধারা’র অনুষ্ঠানের গুণমুগ্ধ শ্রোতারা মিলে তৈরি করেছে আনন্দধারা সাহিত্য বাসর। যার দ্বিবার্ষিক সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাঞ্জল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৫ জানুয়ারি ২০২৫ বোলপুর ধর্মরাজ তলা কমিউনিটি হলে। গান, কবিতা, কথার মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২০২৩ এর পদ্মশ্রী প্রাপ্ত লোকশিল্পী রতন কাহার, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সেখ আব্দুল মান্নান, সাহিত্যিক দেব নারায়ন দাস, আকাশবাণীর উপস্থাপক সুমন মিশ্র, সাহিত্যিক শিশ মহম্মদ শিশান এবং ধ্রুব নারায়ণ রায়। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন আনন্দধারা সাহিত্য বাসরের সভাপতি মানিক হাজরা। সঙ্গে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যও ব্যাখ্যা ট্রেনে তিনি।

এদিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রী রতন কাহার। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি তাঁর সংগীত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মকর স্নানে গিয়ে তলিয়ে মৃত্যু নবম শ্রেণীর ছাত্রের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আত্মীয় বাড়ি সংলগ্ন দারকেশ্বর নদে মকর স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে মৃত্যু নবম শ্রেণীর ছাত্রের, এলাকায় শোকের ছায়া । আত্মীয় বাড়ি সংলগ্ন দারকেশ্বর নদে মকর স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল নবম শ্রেণীর এক ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম রুদ্র নারায়ণ কুন্ডু। আজ দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার জয়পুর থানার পড়াশিয়া গ্রামের কাছে দারকেশ্বর নদের ঘাটে। স্থানীয় ভাবে জানা গেছে বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের বালসী হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র রুদ্র নারায়ণ কুন্ডু পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে প্রতি বছরই মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে জয়পুর ব্লকের লোকপুর গ্রামে আত্মীয়ের বাড়িতে আসে। এবারও তার অন্যথা হয়নি। এদিন আত্মীয় বাড়িতে আসার পর পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে ওই ছাত্র দারকেশ্বর নদের স্থানীয় পড়াশিয়া ঘাটে স্নান করতে যায়। সেখানে আচমকাই তলিয়ে যায় সে। বিষয়টি বুঝতে পেরে স্থানীয়রা উদ্ধার করার চেষ্টা শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় জয়পুর থানার পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ পর দারকেশ্বর নদের জলের তলা থেকে অচৈতন্য অবস্থায় ওই পড়ুয়াকে উদ্ধার করে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানেই ওই পড়ুয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

দেনার দায়ে অবসাদে আত্মঘাতী যুবক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: দেনার দায়ে অবসাদে আত্মঘাতী হল এক যুবক। মৃতের নাম রিপন ব্যাপারী(৩৭)।মঙ্গলবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার মাতলা ১ পঞ্চায়েতের রেল কলোনি এলাকায়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ টি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে ,ওই যুবক পেশায় এলআইসি এজেন্ট।বিগত লকডাউনের সময় তিন লক্ষের অধিক টাকা দেনায় জড়িয়ে পড়ে। অবসাদে ভুগছিলেন।ওই যুবকের মা ও স্ত্রী দেনা কিছুটা শোধ করেছিলেন।তা স্বত্বেও অবসাদে ভুগছিলেন। এদিন বিকালে পরিবারের সকলের অলক্ষ্যে নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।পরিবারের সদস্যরা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে। চিকিসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই যুবক কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কান্নায় ভেঙে পড়ে তার পরিবারের লোকজন।

পিস-এর সংবর্ধনা দুই বিশিষ্টজনকে

আপনজন: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর ড. রফিকুল ইসলামকে পিস সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হল মঙ্গলবার।

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংখ্যালঘু বিষয়ক উপদেষ্টা ড.আব্দুস সাত্তারকে পিস সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় মঙ্গলবার ।

কোহলির প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ বাদ দেওয়ার পরামর্শ চ্যাপেলের

আপনজন ডেস্ক: বিরাট কোহলির ক্যারিয়ারে যখনই বাজে সময় এসেছে, তাঁর পক্ষ নিয়েছেন ইয়ান চ্যাপেল। দুঃসময় পার করতে থাকা কোহলি এবারও পাশে পাচ্ছেন চ্যাপেলকে।
অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক মনে করেন, কোহলি যদি শিগগিরই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেন, তাহলে তা ভারতীয় ক্রিকেটে শূন্যতা সৃষ্টি করবে। তাঁর অভাব ইংল্যান্ড সফরে ভারতকে কঠিন পরীক্ষায়ও ফেলবে। তাই কোহলিকে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড় ও সমর্থকদের সঙ্গে ঝামেলায় না জড়িয়ে খেলায় মনযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ৮১ বছর বয়সী চ্যাপেল।
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৭৫ টেস্ট ও ১৬ ওয়ানডে খেলা চ্যাপেল কেন কোহলিকে এমন পরামর্শ দিলেন, তা সবার জানা।
ব্যাট হাতে পারফরম্যান্স যাচ্ছেতাই; কিন্তু প্রতিপক্ষের সঙ্গে লেগে যেতে কিংবা বিতর্কের জন্ম দিতে পিছপা হননি—সর্বশেষ বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে কোহলিকে বেশির ভাগ মানুষ নিশ্চয়ই এভাবেই মনে রাখবেন।
সিরিজে ৯ ইনিংসে ২৩.৭৫ গড়ে কোহলি করতে পেরেছেন ১৯০ রান। সর্বশেষ ৭ ইনিংসের পারফরম্যান্স তাঁর নামের সঙ্গে একেবারেই বেমানান—১২.১৪ গড়ে মাত্র ৮৫ রান। সবচেয়ে দৃষ্টিকটু ব্যাপার ছিল কোহলির আউট হওয়ার মুহূর্ত।
সিরিজে ৮ বার তিনি আউট হয়েছেন। প্রতিবারই অস্ট্রেলিয়ান পেসারদের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে কিপারকে অথবা স্লিপে ক্যাচ দিয়ে।
কিন্তু ফিল্ডিংয়ের সময় এমনকি মাঠের বাইরেও কোহলির আচরণ ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। মেলবোর্ন বিমানবন্দরে নেমেই অস্ট্রেলিয়ার এক নারী সাংবাদিককে ধমক দিয়েছেন। বক্সিং ডে টেস্টে অভিষিক্ত স্যাম কনস্টাসকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরেছেন।
সিডনিতে শেষ টেস্ট হারের দিনে বাউন্ডারির কাছে ফিল্ডিংয়ের সময় প্যান্টের পকেট বের করে অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকদের ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বোঝাতে চেয়েছেন, তাঁর কাছে কোনো শিরিশ কাগজ নেই। অর্থাৎ, ২০১৮ সালে কেপটাউন টেস্টে স্যান্ডপেপার গেট কেলেঙ্কারির বিষয়টি অস্ট্রেলিয়ানদের মনে করিয়ে দিয়েছেন।
ব্যাট হাতে বাজে পারফরম্যান্সের পরও প্রতিপক্ষের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ানো—সব মিলিয়ে এক দশক পর অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের টেস্ট সিরিজ হার এবং প্রথমবারের মতো বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে না পারার দায় অনেকটা কোহলির ওপর বর্তাচ্ছে। তবে চ্যাপেলের কাছে এসব এখন অতীত। ৮১ বছর বয়সী কিংবদন্তির মতে, ভারতীয় দল ও কোহলিকে জুন-জুলাইয়ের ইংল্যান্ড সফর নিয়ে ভাবা উচিত। সেই সিরিজ দিয়েই ২০২৫-২৭ চক্রের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হবে।
ক্রিকেট-বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফোর কলামে চ্যাপেল লিখেছেন, 'যুক্তরাজ্যে কোহলির অভিজ্ঞতা (ভারতের জন্য) অমূল্য ব্যাপার হবে। সমস্যায় থাকা দুজন খেলোয়াড়ের (রোহিত ও কোহলি) মধ্যে তার চেনা রূপে ফেরার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তবে তরুণ খেলোয়াড়দের মূল্যবান পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি তার নিজেরও ফর্মে ফিরে ধারাবাহিক হতে হবে। একই সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ বাদ দিতে হবে। যেমন এমসিজিতে কনস্টাসকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দেওয়া। কোহলি যদি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েই ফেলে, তাহলে তাকে ও রোহিতকে হারানোর ক্ষতি ভারতকে একটি কঠিন সফরের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে।'

বনি চাইল্ড মিশনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক
আপনজন: কালিয়াচক বনি চাইল্ড মিশনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা: হাজিরুল ইবকার, কালিয়াচক হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাঈম আসগার, মালদা জেলা পরিষদ বন ও ভূমি কর্মদক্ষ আব্দুর রহমান, বিশিষ্ট চিকিৎসক দিবস সিনহা, কালিয়াচক বন্ধন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হিরণ সেখ ছাড়াও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবীরা ছিলেন। এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া অর্থাৎ প্রতিযোগি ছাত্রছাত্রীদের জন্যে কমলা লেবু দৌড়, পুকুর ডাঙ্গা, ঝুড়িতে বল নিয়ে দৌড়ানো, অঙ্ক কষা, আটা লজেন্স দৌড়, সুঁচ সুতা দৌড় ছাড়াও ছিল আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করা হয়। মিশনের ছাত্রছাত্রীদের এসো শ্যামল সুন্দর, রাধা কায়সে না জানে, বালা নাচো তো দেখি, ক্যাহতে হে হামকো প্যার সে ইন্ডিয়া ওয়ালে, ধাতিনা ধাতিনা, নানহামুন্না রাহি হো, ধিতাং ধিতাং বোলে সহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় শিক্ষা মূলক ও শারীরিক চর্চার উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধূলা করানো হয়। আমন্ত্রিত অতিথি বর্গদের মাধ্যমে প্রতিযোগিদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বনি চাইল্ড মিশনের ডিরেক্টর সামিম জাভেদ আলী বলেন, খেলাধুলা ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থতা বজায় রাখার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাও জরুরি। প্রতিবছরই আমাদের এই বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এবছরও জমজমাট ভাবে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল।

আইসিসির ডিসেম্বর মাসের সেরা নির্বাচিত হলেন যশপ্রীত বুমরা

আপনজন ডেস্ক: ফেবারিট ছিলেন যশপ্রীত বুমরাই। বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে যা করেছেন ভারতের ফাস্ট বোলার, তাতে ডিসেম্বরের মাসসেরা ক্রিকেটারের নাম ঘোষণাটা শুধুই আনুষ্ঠানিকতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ সেই আনুষ্ঠানিকতাটুকুই সেরেছে আইসিসি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছে, প্যাট কামিন্স ও ডেন প্যাটারসনকে পেছনে ফেলে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সেরা পুরুষ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন বুমরা। ডিসেম্বরে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার তিন টেস্টে ২২ উইকেট নেন বুমরা। ১৪.২২—বোলিং গড়টাকে অবিশ্বাস্যই বলতে হবে। ওই তিন টেস্টের একটিতেও অবশ্য জিততে পারেনি ভারত। ওই তিন ম্যাচের দুটিতে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া, ড্র হয়েছে অন্যটি।
অ্যাডিলেডে দিবারাত্রির টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়া বুমরা ব্রিসবেনে পরের টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে নেন ৯ উইকেট। এরপর বক্সিং ডে টেস্টেও ৯ উইকেট পেয়ে যান। পুরো সিরিজে পাঁচ ম্যাচে ৩২ উইকেট পেয়ে এক সিরিজে ভারতীয় পেসারদের উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়েছেন। শুধু ডিসেম্বরেই নয়, পুরো ২০২৪ সালেই অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স ছিল বুমরার। ১৩ টেস্টে ১৪.৯২ গড়ে ৭১ উইকেট নিয়েছেন। এরপর তো সর্বকালের সেরা পেসারদের সঙ্গেই তুলনা শুরু হয়েছে বুমরার। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার আইসিসির মাস সেরা হলেন বুমরা। প্রথমবারও ২০২৪ সালেরই জুন মাসে।
মেয়েদের বিভাগে মাসসেরা হয়েছেন অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। মাসসেরার লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়া ব্যাটারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ভারতের স্মৃতি মান্ধানা ও দক্ষিণ আফ্রিকার ননকুলুলেকো এমলাবা।

ভিনিসিয়ুসের সৌদি আরবে যাওয়া 'শুধু সময়ের ব্যাপার'

আপনজন ডেস্ক: ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো গেছেন, সঙ্গে নেইমার, করিম বেনজেমাও।
রোনালদোর বয়স এখন ৩৯, বেনজেমার ৩৭, নেইমারের ৩২। তাঁরা তিনজনই সৌদি আরবের লিগে যোগ দিয়েছেন গত বছর দুয়েকের মধ্যে। রোনালদো, বেনজেমার তো এটা ক্যারিয়ারের পড়তি সময়ই বলা যায়, নেইমারও আসলে চোট-বাজে ফর্ম মিলিয়ে কিছুটা শেষের গানই শুনতে শুরু করেছিলেন। তবু তাঁর ওই বয়সে সৌদি লিগে চলে যাওয়াটা কিছুটা বিস্ময় হয়েই এসেছিল। এই বিস্ময় হতভম্ব হওয়ার মতো খবরে রূপ নেবে যদি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র আগামী এক-দুই বছরের মধ্যে ইউরোপের ফুটবল ছেড়ে সৌদি আরবে চলে যান।
সৌদি প্রো লিগের প্রধান নির্বাহী ওমর মুগারবেলের কথা সত্যি হলে সে রকম কিছু হতে পারে নিকট ভবিষ্যতেই। স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মার্কার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মুগারবেল দাবি করেন, ভিনিকে সৌদি প্রো লিগে দেখতে পাওয়াটা শুধুই সময়ের ব্যাপার।
ইউরোপের তারকা ফুটবলারদের পাওয়ার জন্য গত কয়েক বছর ধরেই উঠে পড়ে লেগেছে সৌদি আরব। এটা তাদের দীর্ঘমেয়াদি এক পরিকল্পনার অংশ। সৌদির প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের দেশটিকে বৈশ্বিক ক্রীড়ার কেন্দ্রস্থল বানানোর যে পরিকল্পনা, তারই অংশ হিসেবে এরই মধ্যে খেলাধুলায় ৫০০ কোটি পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৭৬ হাজার ২৭১ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করেছে সৌদি আরব। এরই মধ্যে দেশটিতে বেশ কিছু হাই প্রোফাইল বক্সিং ম্যাচ ও ফর্মুলা ওয়ান টুর্নামেন্ট হয়েছে। দেশটির সরকারি মালিকানাধীন পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (পিআইএফ) ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব নিউক্যাসল ইউনাইটেডের মালিক। এ ছাড়া ছেলেদের পেশাদার এলআইভি গলফ সিরিজও চালু করেছে সৌদি আরব। কিছুদিন আগে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেয়েছে ২০৩৪ বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজনের স্বত্বও।
যদিও খেলাধুলায় সৌদি আরবের এত এত টাকা ঢালা 'স্পোর্টসওয়াশিং'-এর অংশ বলেও মনে করছেন অনেকে। তেলসমৃদ্ধ দেশটি মানবাধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে সব বিতর্ক ধুয়ে মুছে ফেলতে টাকা ঢালছে খেলাধুলায়, এমন অভিযোগ কিছুদিন পরপরই উঠছে।
যা-ই হোক, সৌদি প্রো লিগে ইউরোপের নামীদামি খেলোয়াড়দের টেনে আনাও সেই পরিকল্পনারই একটা অংশ। রোনালদো, বেনজেমা, নেইমার তো গেছেনই, শোনা যাচ্ছে মো. সালাহ, কেভিন ডি ব্রুইনাদের মতো ৩০-এর ওপারে চলে যাওয়া খেলোয়াড়, এমনকি কিলিয়ান এমবাপ্পে ও ভিনিসিয়ুসের মতো তরুণদের নামও। মার্কাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুগারবেল স্পষ্ট করেই বলেছেন, এটা এখন আর স্বপ্ন নয়।

৯৯৯৯ রানে আউটের দায় হ্যাজলউডের ঘাড়ে চাপালেন স্মিথ

আপনজন ডেস্ক: আর ১ রান হলেই টেস্টে ১০ হাজার রান। ভারতের বিপক্ষে সিডনি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে এমন সময় গালিতে ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন স্টিভ স্মিথ। তাতে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যান আটকা পড়লেন ৯৯৯৯-এ।
সেই আউটের দিন দশেক পর স্মিথ জানালেন তাঁর আউটের পেছনের কারণ। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক দাবি করলেন, সতীর্থ জশ হ্যাজলউডের বড় দায় আছে ৯৯৯৯ রানে আউট হওয়ায়।
হ্যাজলউড তো সিডনি টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার দলেই ছিলেন না, তিনি কী করে স্মিথের আউটের কারণ হলেন—এ প্রশ্ন করতেই পারেন। প্রশ্নের উত্তরটাও দিয়েছেন স্মিথ। সিডনি টেস্টটা ১০ হাজার থেকে ৩৮ রান দূরে থেকে শুরু করেছিলেন স্মিথ। সমস্যা করেছে এই ৩৮ সংখ্যাই। জশ হ্যাজলউডের জার্সি নম্বরও ৩৮। স্মিথের দাবি, সিডনি টেস্টের আগে চোখ বুঝলেই হ্যাজলউডের জার্সি নম্বরটা ভেসে উঠেছে মনে। আর সেটিরও প্রভাব পড়েছে মনঃসংযোগে। ১০ হাজার কতটা চাপে ফেলেছিল, সেটিই জানালেন স্মিথ, 'সাধারণত আমি পরিসংখ্যানে খুব বেশি চোখ রাখি না। তবে ১০ হাজারের ব্যাপারটা তো আলাদাই। মাইলফলকটার খুব কাছে চলে আসায় ম্যাচের আগে এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে অনেক কথা বলতে হয়েছে। জানতাম, ৩৮ রান দরকার। রাতে যখনই ঘুমাতে চেষ্টা করেছিলাম জশ হ্যাজলউডের জার্সিটা চোখে ভাসত, কারণ ওর নম্বর ৩৮।' এ নিয়ে বেশি চিন্তার প্রভাবই খেলায় পড়েছে বলে দাবি স্মিথের, 'আমার খেলা অন্য যেকোনো ম্যাচের চেয়ে এসব নিয়ে বেশি ভেবেছি এবার। দুঃখজনক ঘটনাই বলব। ঘুমের হিসাবে জঘন্য এক সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম। মোটেও ভালো কিছু ছিল না। ভাগ্য ভালো শেষ পর্যন্ত আমরা এই ম্যাচ জিতে সিরিজ জয়ও নিশ্চিত করেছি।'
স্মিথের ঘুমের সমস্যা অবশ্য নতুন কিছু নয়। কথিত আছে, টেস্ট চলাকালে রাতে মাত্র দু-তিন ঘণ্টা ঘুমান তিনি। সিডনিতে ঘরের মাঠে ১০ হাজার না পেলেও খুব বেশি অপেক্ষা করতে হচ্ছে না স্মিথকে। ২৯ জানুয়ারি গলে শুরু শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্টেই ১০০০০ পেয়ে যেতে পারেন এই সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক।

নতুন বছরে পুরনো রোগ মহামেডানে, আসরে নামলেন সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি

মোস্তাফিজুর রহমান ● কলকাতা
আপনজন: "কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যেই,
দেখি কলিকাতা আছে
কলিকাতাতেই।"-রবি ঠাকুরের এই সহজ পাঠের কবিতার সাথে ছন্দ মিলিয়ে বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একটা কথাই মাথায় আসছে, 'মহামেডান আছে,মহামেডানেই'।
কবি'র যেমন ঘুম ভাঙ্গতেই বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়েছিল,তেমনি আইএসএল স্বপ্নে বিভোর মহামেডান সমর্থকদের স্বপ্নও বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে আছড়ে পড়লো কাল।ছাইচাপা আগুন রূপ নিলো বিস্ফোরণে। হঠাতই অনুশীলন বয়কট মহামেডান খেলোয়াড়দের। কারনটা সেই পুরনো।বেতন পাচ্ছেন না।২০২৫ এসে আধুনিকীকরণের যুগে মহামেডানে আজও পুরনো ট্রাডিশন। ইনভেস্টর হিসাবে শ্রাচী আসায় আশার আলো দেখেছিলেন মহামেডান সমর্থকরা।কিন্তু ম্যাচের আগেরদিন এহেন দৃষ্টিকটু ব্যাপার তাদের মোহ কেড়ে নিয়েছে।সোশ্যালমিডিয়ায় তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।ফলস্বরূপ আসরে নামতে বাধ্য হন ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি। তিনি আশ্বাস দিলে ঘন্টাখানেক পরে অনুশীলনে ফেরেন খেলোয়াড়রা। বৃহস্পতিবার খেলোয়াড়দের অভিযোগ শুনবেন তিনি।ডাকা হয়েছে ইনভেস্টর কর্তাদেরও।এখন দেখার বিষয় এই ডামাডোল পরিস্থিতিতে খেলোয়াড়রা আজ চেন্নাইনের সাথে কতটা ফাইট দিতে পারে।

আজ আইএসএলে
মহামেডান বনাম চেন্নাইন এফসি।
সময় -৭.৩০
স্থান - কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গন।
সরাসরিঃ স্পোর্টস ১৮ তে।

মারের অধীনে প্রথম জয়, 'অদ্ভুত লাগছে' জকোভিচের

আপনজন: কোর্টে লম্বা একটা সময় কাটিয়েছেন একে অপরের প্রতিপক্ষ হিসাবে। সাতটি গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনালসহ বেশ কয়েরবার লড়েছেন একে অপরের বিরুদ্ধে। নোভাক জকোভিচ এখনও আগের পরিচয়ে থাকলেও অ্যান্ডি মারের ভূমিকাটা নতুন। সাবেক ব্রিটিশ এই টেনিস তারকা অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে দায়িত্ব পালন করছেন জকোভিচের কোচ হিসাবে। তার অধীনে প্রথম ম্যাচে জয় নিয়ে মিশ্র অনুভূতি কাজ করছে সার্বিয়ান তারকার মনে। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের ১৯ বছর বয়সী নিশেশ বাসাভারেড্ডির বিপক্ষে টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে জয় পান জকোভিচ। ভারতীয় বংশদ্ভূত এই তরুণের বড় মঞ্চে এটাই ছিল প্রথম ম্যাচ। তবে লড়াইটা সহজ ছিল না নোলের জন্য।
মেলবোর্ন পার্কে প্রথম সেটে ৪-৬ গেমে হেরে পিছিয়ে পড়েন তিনি। পরের তিন সেটে ঘুরে দাঁড়ান। পুরুষ এককে রেকর্ড ২৪ বারের গ্রান্ড স্লামজয়ী জয় তুলে নেন ৬-৩, ৬-৪, ৬-২ গেমে।
অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সর্বোচ্চ শিরোপার রেকর্ড জকোভিচের ঝুলিতে অনেকদিন আগে থেকেই। এবার কোর্টে লড়ছেন টুর্নামেন্টের একাদশ ট্রফির লক্ষ্যে। এই আসরে জয় নিশ্চিত করতে পারলে মার্গারেট কোর্টকে ছাড়িয়ে এককভাবে টেনিস ইতিহাসের সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী বনে যাবেন জকোভিচ। এই লক্ষ্যে গত বছরের নভেম্বরে তিনবারের গ্র্যান্ড স্লামজয়ী অ্যান্ডি মারেকে কোচ হিসেবে নিযুক্ত করেন। ৩৭ বছর বয়সী এই টেনিস তারকা গত প্যারিস অলিম্পিকস দিয়ে ইতি টেনেছেন খেলোয়াড়ি জীবনের। এর আগে চারটি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালসহ একে অপরের বিপক্ষে খেলেছেন ৩৬বার। ২০১৩ -তে এই নোলেকে হারিয়েই ৭৭ বছর পর প্রথম ব্রিটিশ খেলোয়াড় হিসাবে উইম্বলডন জেতেন মারে। এদিন ছিল তার জীবনের প্রথম কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা। পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে নতুন গুরু হিসাবে পেয়ে রোমাঞ্চিত জকোভিচ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তাকে পাশে (কোচ হিসাবে) পেয়ে আমি রোমাঞ্চিত। তাকে কোর্টের পাশে পাওয়া অবশ্যই কিছুটা অদ্ভুত। প্রায় ২০ বছরের বেশি সময় একে অপরের বিপক্ষে সর্বোচ্চ স্তরে খেলেছি। তাই তাকে পাশে পেয়ে ভালো লাগছে।' টেনিসের যেকোনো টুর্নামেন্টে নোভাক জকোভিচ সবসময় থাকেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তবে এদিন আলাদাভাবে সবার নজর ছিল কোচিং পডের দিকে। টুর্নামেন্টের নতুন এই সংযোজন খেলোয়াড়দের কোচিং স্টাফকে কোর্টের পাশে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। সেখানে মারের সঙ্গে উপস্থিত ছিল জকোভিচের দলের আরও তিন সদস্য। প্রথম সেটে হারের পর নোলেকে উজ্জীবিত করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অর্জনে উৎসাহিত করতে দেখা যায় তাদের। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ম্যাচ চলাকালীন সে (মারে) আমাকে কিছু অসাধারণ পরমর্শ দিয়েছে। এখানে এভাবে আলোচনা করতে পেরে সত্যিই ভালো লেগেছে।

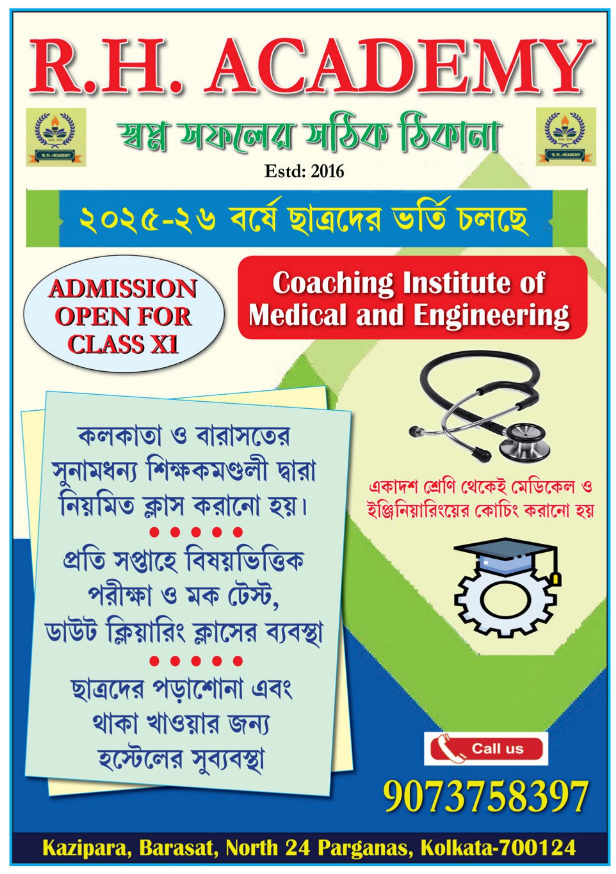

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**